জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পরিবারের পাশে

এসআইআরে কাজের চাপে নিহত বিএলও-দের পাশে রাজ্য সরকার। পরিবারের সদস্যদের ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। রাজ্যের তরফে আহতদের দেওয়া হল ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক

জাঁকিয়ে শীত নয়

নভেম্বরে জাঁকিয়ে শীত ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। ডিসেম্বরের ১০ তারিখের পর ফিরতে চলেছে শীত। ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাঁকিয়ে শীতের স্পেল চলতে পারে। রবিবারের পর তাপমাত্রা কমতে পারে

সোমবার স্কুল সার্ভিসের নবম ও দশমের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিএলএ-কে মারধরে গ্রেফতার বিজেপি নেতা, ফেরার আরও ২

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭৭ ● ২২ নভেম্বর, ২০২৫ ● ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 177 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 22 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এসআইআর চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরবাড়ি পদযাত্রা ■ বনগাঁয় জনসভা

মতুয়া-মহলে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহেই ফের পথে নামছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় জনসভা করবেন তিনি। তারপর চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত করবেন পদযাত্রা। দুপুর ১টায় হবে সভা। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার বনগাঁর দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে বসেন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এরপর নেত্রীর সবুজসংকেত পাওয়ার পর সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়।

এসআইআর-আতঙ্কে বাংলায় একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে। এসআইআরের কাজের চাপে দুই বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে। তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কড়া চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন নেত্রী। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকা থেকে অনৈতিকভাবে নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে অনশন-অন্দোলন চালিয়েছেন

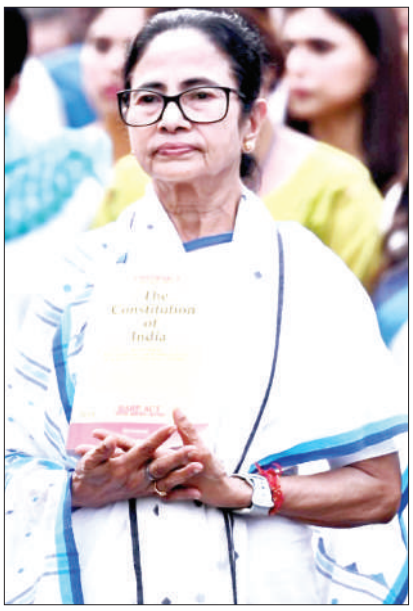

দলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। তার ঠিক আগে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। এই পদক্ষেপ নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের আশঙ্কা, এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম পরিকল্পনামাফিক বাদ দেওয়া হতে পারে। জনতাকে সতর্ক করার পাশাপাশি গত ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করেছে তৃণমূল। একজন বৈধ ভোটারের নামও এসআইআরে বাদ গেলে আগামীতে দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে এবার প্রতিবাদ আরও তীব্র হতে চলেছে। নেত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বনগাঁয় সভাস্থল এবং চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত এলাকার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ-প্রশাসন থেকে শুরু করে নিরাপত্তাকর্মীরা।

সোমবার মেগা রিভিউ মিটিং অভিষেকের

প্রতিবেদন : আগামী সোমবার ফের মেগা ভার্চুয়াল বৈঠক করতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর-সংক্রান্ত রিভিউ হবে এই বৈঠকে। রাজ্যের সব জেলার দলীয় সাংসদ, বিধায়ক থেকে সব স্তরের নেতা মিলিয়ে ১০ হাজারের বেশি নেতৃত্বের সঙ্গে এই ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিশেষ নজর থাকবে মতুয়া-অধ্যুষিত এলাকা ও উত্তরবঙ্গে। সূত্রের খবর এই বৈঠকে সাংসদ ও বিধায়কদের পারফরমেন্স রিভিউর পাশাপাশি পরবর্তী দিকনির্দেশিকাও দেবেন অভিষেক। সোমবার বিকেল ৪টেয় হবে বৈঠক। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এখন রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ। এর নেপথ্যে বিজেপির পরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। যদিও তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ গেলে দিল্লির বুকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর মূলত এসআইআর নিয়েই হবে এই ভার্চুয়াল বৈঠক। এই বৈঠকে (এরপর ১২ পাতায়)

মুখোশ খসে পড়ল, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য বাংলাদেশি!

প্রতিবেদন : বাংলবিরোধী বিজেপির মুখোশ খসে পড়ল আবার। খোদ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যই বাংলাদেশি! বাংলাদেশে ভোটার তালিকায় জ্বল-জ্বল করছে তাঁর নাম। আবার তিনি সমুজ্জ্বল ভারতীয় ভোটার তালিকাতেও। কাহিনির শেষ এখানেই নয়। এই দ্বি-জাতীয় ভোটার আবার বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও! দেশ জুড়ে বাংলা বিদ্বেষের বাতাবরণ শুরু করেছে বিজেপি। এখন আবার বাংলার মানুষের উপর অপরিকল্পিত এসআইআর চাপিয়ে দিয়ে নতুন এক অত্যাচার শুরু করেছে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। আর অন্যদিকে পরিচয় লুকিয়ে বাংলাদেশের ভোটারকে স্বরূপনগরে নিজেদের পঞ্চায়েত সদস্য করে রেখেছে। এই বিজেপির স্বরূপ ফের একবার সামনে চলে এল স্বরূপনগরে। (এরপর ১২ পাতায়)

■ এসআইআর চক্রান্তের বিরুদ্ধে নানুরে তৃণমূলের সভায় বক্তা কাজল শেখ।

৩ ভোটার ও ১ বিএলও-র মৃত্যু, পাশে রাজ্য

প্রতিবেদন : ঘাতক এসআইআরে একের পর এক মৃত্যু রাজ্যে। কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের তৈরি করা ভয়ের পরিবেশে প্রাণ হারাচ্ছেন বাংলার সাধারণ ভোটাররা। কাজের চাপে মৃত্যু হচ্ছে বিএলও-দেরও। রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এদিন

■ কেসিমন বিবি

■ আবুতালেব সর্দার

■ আকালি খান

ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যার জেরে রাজ্যের তিন জেলায় মৃত্যু হয় তিন সহনাগরিকের। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধার। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে মৃত্যু হয়েছে একজন করে দু'জনের। তিন ক্ষেত্রেই পরিবারের অভিযোগ, (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তৃষ্ণা

ভাষার মাঝারে সন্ধ্যা তৃষায়
মায়াজলে ছলভরা উপালি
রূপকথার রঙে পাপড়ি ঝরিয়ে
সোনালি সূর্যশিখা রুপালি।

ভাষা আমার হার মানেনি
মেনেছে কুলহারা তন্দ্রা
ফাগুনের কঙ্কনে গীতালি কুঙ্কুমে
ভাষাই আমার সকাল সন্ধ্যা।

যে ভাষা জোছনায় আলো জ্বালে
সাঁঝের আকাশে চিকিমিকি
যে ভাষা মোদের হৃদয় সরণি
সে ভাষাই জীবনের আঁকিবুকি।

মাতৃভাষার মধুর মাধুর্যে
লিপি লেখনী বর্ণময়
এই ভাষাতেই আলোকিত বাংলা
বাংলা হোক আলোময়।

কাঁপল বাংলাও

■ ভূমিকম্প। এপি সেন্টার উৎসস্থল বাংলাদেশের নরসিংদি থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিমি দূরে মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। যার জেরে কেঁপে উঠল পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি। ভারতে রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭।

ভাঙল তেজস

■ কেন্দ্রের গর্বের তেজস ভেঙে পড়ল দুবাইয়ের মাটিতে। প্রশ্ন উঠে গেল যুদ্ধবিমানের কার্যকারিতা নিয়ে। দুপুর ২টো নাগাদ অবতরণের সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। নিহত পাইলট। 'এয়ার-শো' চলাকালীন যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা তার অনুসন্ধান চলছে। কিন্তু যে যুদ্ধবিমান নিয়ে মোদি সরকারের এত গর্ব তার এই পরিণতিতে প্রশ্ন বিশেষজ্ঞ মহলে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 November, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০৬ অসীমা চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-২০০৬) এদিন প্রয়াত হন। রসায়নবিদ। বিএসসি পরীক্ষায় বাসন্তীদেবী গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। এছাড়া পেয়েছিলেন যোগমায়াদেবী স্বর্ণপদক, নাগার্জুন পুরস্কার, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গোল্ড মেডেল। গাছগাছড়ার নির্যাসের রাসায়নিক পরিচয় আবিষ্কার ও এদেশের ন্যাচারাল প্রোডাক্টস নিয়ে গবেষণার পথিকৃৎ। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে দুটি ওষুধ আবিষ্কার করেন, এপিলেপ্সির জন্য আয়ুষ-৫৬ ও

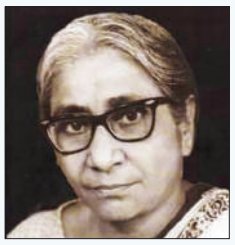

ম্যালেরিয়ার জন্য আয়ুষ-৬৪। তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা তিনশোর বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম খয়রা অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি, রাজ্যসভায় প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে 'ওম্যান অফ দ্য ইয়ার' সম্মানে সম্মানিত। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান করেন।

১৯৮৭ হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সুরকার। লোকসংগীতকে ভিত্তি করে গণসংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মনে রাখার মতো। তাঁর 'তোমার কাস্তেটারে দিও শান', 'কিষান ভাই, তোর সোনার ধানে বর্গী নামে' প্রভৃতি গান বাংলা ও অসমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'কল্লোল', 'তীর', 'লাল লণ্ঠন' প্রভৃতি নাটকে সংগীত পরিচালনা করেছেন। 'লাল লণ্ঠন' নাটকের গানে বিভিন্ন চিনা সুর ব্যবহার করেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর 'মাস সিঙ্গার্স' নামে একটি গানের দল গঠন করে গ্রাম-গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াতেন।

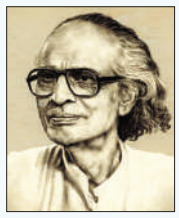

১৯১৬ শান্তি ঘোষ (১৯১৬-১৯৮৯) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া কুমিল্লায়। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩১, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শান্তি সহপাঠিনী সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে একযোগে কুমিল্লার অত্যাচারী জেলাশাসক স্টিভেন্সের বাংলোয় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। নাবালিকা বলে ফাঁসি হয়নি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এতে দু'জনেই খুব নিরাশ হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৬২-'৬৭ বিধানসভার এবং ১৯৫২-'৬২ ও ১৯৬৭-'৬৮তে বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। 'অরুণ বহ্নি' নামে একটি বই লিখেছিলেন।

১৯৪৮ সরোজ খান (১৯৪৮-২০২০) এদিন জন্ম নেন। বলিউডের বিখ্যাত কোরিয়োগ্রাফার। প্রায় চার দশক ধরে বলিউডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। দু'হাজারেরও বেশি গানে কোরিয়োগ্রাফি করেছেন। ১৯৭৪-এ 'গীতা মেরা নাম' ছবিতে কোরিয়োগ্রাফির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তাঁর। তিনবার জাতীয় পুরস্কার জয়ী সরোজ এরপর কাজ করেছেন একের পর এক ছবিতে। ২০১৯-এ 'কলঙ্ক' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিতের গানে শেষবারের মতো কোরিয়োগ্রাফি করেছিলেন তিনি।

১৮৮৬ বেণীমাধব দাস (১৮৮৬-১৯৫২) এদিন চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যখন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে পড়াতেন, তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ছাত্র ছিলেন। সুভাষ তাঁর 'ভারত পথিক' গ্রন্থে লিখেছেন, "শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন, তিনি হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক শ্রী বেণীমাধব দাস।" তাঁর দুই মেয়ে বীণা ও কল্যাণীও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৯৪ পুলিনবিহারী সরকার (১৮৯৪-১৯৭১) এদিন কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে অ্যানালিটিক্যাল অরগানিক কেমিস্ট্রির গোড়াপত্তনকারী বিজ্ঞানী। তিনি প্রথম বিহারের গয়া থেকে কলম্বাইটিস নামক আকরিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এর পর এই আকরিক থেকে রেনিয়াম নিষ্কাশন করেছিলেন। ভারতে সেই প্রথম খনিজ দ্রব্য থেকে রেনিয়াম নিষ্কাশিত হল। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত গবেষণা করে গিয়েছেন।

১৭৭৪ রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪) এদিন আত্মহত্যা করেন। ছুরি দিয়ে নিজের গলা নিজেই কেটেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান স্থপতি। পলাশির যুদ্ধের নায়ক।

১৮৩০ কলকাতায় প্রথম বাস চলাচল শুরু হয় এদিন। প্রথম বাস রুট ছিল এসপ্ল্যানেড থেকে ব্যারাকপুর। তিনটে ঘোড়ায় টানত এই বাস।

২১ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫২২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৭১	৮৮.৯৭
ইউরো	১০৪.৯৫	১০২.৫৯
পাউন্ড	১১৮.৯৬	১১৬.২৫

নজরকাড়া ইনস্টা

তৃণা সাহা

ছেলেমেয়ের সঙ্গে শুভশ্রী

কর্মসূচি

■ শুক্রবার দিঘায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, শিউলি সাহা, বীরবাহা হাঁসদা ও জ্যোৎস্না মান্ডি-সহ রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি, জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক, জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬৩

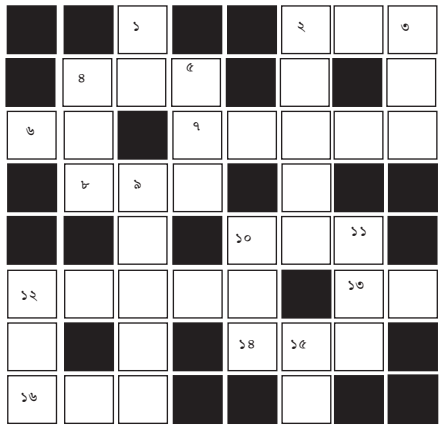

পাশাপাশি : ২. শ্রীকৃষ্ণ ৪. ইঙ্গিত, সংকেত ৬. ক্রমানুসারে ৭. রত্ন ও সোনা ৮. প্যাঁচ ১০. সর্বদা, সতত ১২. যৌবন ১৩. বড় ফাঁপা বেগুনবিশেষ ১৪. সন্দেহ, সংশয় ১৬. রাত্রি।

উপর-নিচ : ১. দীপ্তি, কিরণ ২. কবিতা ও গল্পকথা ৩. গমন, চলন ৪. যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন ৫. যুদ্ধ ৯. সংগীতের রাগবিশেষ ১০. অদৃশ্য ১১. সরু কাঠি, শলা ১২. বৎসর ১৫. ক্রোধ বা আস্ফালন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬২ : পাশাপাশি : ১. মহাপণ্ডিত ৪. অনীহা ৫. চৈত্ররথ ৬. গতাগতি ৮. সার্ডিন ৯. কর্মচঞ্চল। **উপর-নিচ :** ১. মহাপথ ২. পয়স্তি ৩. তদাপ্রভৃতি ৫. চৈতন্যোদ্রেক ৬. গয়সাল ৭. খরচ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

22 November, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২২ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

পাথরপ্রতিমায় দুর্গাগোবিন্দপুর স্কুল মোড়ে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার

বিজেপির দ্বিচারিতা, ছাব্বিশে হাতেনাতে শাস্তি দেবে বাংলা

প্রতিবেদন : বিজেপির দ্বিচারিতা ধরে ফেলেছে বাংলার মানুষ। এবার বাংলা-বিরোধী দলকে হাতেনাতে শাস্তি দিতে তৈরি তারা। ২০২৬-এই বিজেপি পাবে যোগ্য জবাব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলা নিয়ে মুখ খোলায় তাঁকে মোক্ষম জবাব দিল তৃণমূল। তৃণমূলের সাফ কথা, বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে যে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তার প্রতিটা উত্তর বিজেপি কড়ায়-গণ্ডায় পাবে। এসআইআরের ভয় দেখিয়ে বাংলাকে কব্জা করতে বিজেপির মরিয়া চেষ্টা বিফল হবেই।

মুখ্যমন্ত্রী এই অপরিকল্পিত এসআইআর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি লেখার পর মুখ খুলেছেন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার। অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিলে দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না বলে তোপ দেগেছেন তিনি। পাল্টা জবাবে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল গর্জে উঠেছে বিজেপি ও কমিশনের এই নতুন চক্রান্তের বিরুদ্ধে। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, এখনও পর্যন্ত ৩১ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-চক্রান্তের কারণে। বিএলও-রাও এসআইআরের অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ হচ্ছেন, এমনকী প্রাণও হারাচ্ছেন, এরপরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলার বিষয় নিয়ে বলেন কোন মুখে? শশী পাঁজার কথায়, এত কম সময়ে এই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? বাংলা জুড়ে এসআইআরের নানান নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে। এখন তার সমালোচনা অমিত শাহ করেন কোন মুখে।

সেই সূত্র ধরেই সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, অমিত শাহ কোন মুখে এত বড় বড় কথা বলেন, তিনি নিজেই একজন 'ব্যর্থ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুপ্রবেশ নিয়ে বিরোধী দলগুলিকে দোষারোপ করার আগে নিজের দিকে তাকান তিনি। পহেলগাঁও, দিল্লি, পুলওয়ামা— প্রত্যেকটা জায়গায় দেশবাসীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ আপনাদের অপদার্থ সরকার। দেশের সুরক্ষা ছেড়ে সারাক্ষণ বিরোধী-শাসিত সরকার ফেলার চেষ্টা করছেন। সীমান্তে যে বিএসএফ প্রহরায় আছে, সেটাও আপনার নিয়ন্ত্রণে। কে ঢুকতে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের? জবাব দিন অমিত শাহ, নইলে পদত্যাগ করুন, সোচ্চার হন তিনি।

দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, এসআইআর নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বক্তব্যতেই স্পষ্ট চোরের মায়ের বড় গলা। যে দলের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে একাধিক বিধায়ক, সাংসদ এমনকী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, সেই দল কোন মুখে বাংলা-বিরোধী কথা বলে? অমিত শাহ কি নিজের ঘরেই নজর দিতে ভুলে গিয়েছেন? তাঁর সাফ কথা, বিজেপির এই দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ ধরে ফেলেছে। ২০২৬-এ ওরা এই দ্বিচারিতার শাস্তি হাতেনাতে পাবেই পাবে।

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধনে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, অসীম বোস, সুদীপ পোল্লে, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রমবিধি রূপায়ণের ঘোষণায় কেন্দ্র, তীব্র বিরোধিতায় তৃণমূল

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। চারটি শ্রমবিধি রূপায়ণ ঘোষণা। বিধিগুলি হল মজুরি বিধি ২০১৯, শিল্প সম্পর্ক বিধি ২০২০, সামাজিক নিরাপত্তা বিধি ২০২০ এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের শর্ত বিধি ২০২০। ২১ নভেম্বর থেকেই এগুলি কার্যকরী হল। ২৯টি শ্রমবিধির জায়গায় নতুন এই চারটি বিধি আনা হয়েছে। যদিও এর তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই আইন শ্রমিক বিরোধী। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই এর বিরোধী। তাই রুল ফ্রেম করেননি। তামিলনাড়ু-সহ আরও অনেক রাজ্যও করেনি। রাজ্যগুলি রুল ফ্রেম না করলে কেন্দ্র এটা করতেই পারে না। ওরা মিনিমাম ফ্লোর ওয়েজেসের কথা বলছে, অথচ এটা শেষবার ফিক্স হয়েছে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে। আমরা এই অন্যায় কাজ মানছি না। তীব্র প্রতিবাদ হবে। দলের আর এক নেত্রী ও সাংসদ দোলা সেন বলেন, এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ফার্ম বিলের বিরোধিতার সময় সাংসদের রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল, তখন রাজ্যসভায় ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে। আমি লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসেন্ট নোট দিয়েছিলাম অথচ সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি। মোদিবাবু আর কর্পোরেট বন্ধুদের জন্য এটা করেছেন। আর সবথেকে বড় কথা, রাজ্যগুলি রুল ফ্রেম না করলে কেন্দ্র এটা করতেই পারেন না। আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকার রুল ফ্রেম করেনি। মিজোরাম-সহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যও করেনি। তবুও গায়ের জোরে এটা করা হল। সম্পূর্ণ বেআইনি। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এটা শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী।

উল্লেখ্য, ভারতের শ্রম আইনগুলি বেশিরভাগই স্বাধীনতার আগের বা স্বাধীনোত্তর প্রাথমিক অবস্থা (১৯৩০ থেকে ১৯৫০) এই সময়কালে তৈরি হয়েছিল। সেই সময় বিশ্ব পরিস্থিতি এবং অর্থনীতির পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বেশিরভাগ প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের শ্রমবিধির সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ভারতে সেকেলে ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রমবিধি চালু ছিল। এই নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামো পরিবর্তিত অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে, এক ধরনের অনিশ্চয়তা এবং শিল্প ও শ্রমিক উভয় ক্ষেত্রেই উত্তরোত্তর বাধ্যবাধকতার বোঝা সৃষ্টি করে। বহু কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে চারটি শ্রমবিধির রূপায়ণ শুধু যে ঔপনিবেশিক সময়কালের কাঠামোর চৌহদ্দিকে ডিঙিয়ে যেতে পারবে তা নয়, আধুনিক বিশ্বচলতি ধারার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেই হবে তীব্র আন্দোলন : মনোজ

সংবাদদাতা, হাওড়া: একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। শুক্রবার বিকেলে এসআইআর চক্রান্তের প্রতিবাদে শিবপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল থেকে গর্জে উঠলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। এদিন এই ইস্যুতে দাসনগর পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে শুরু হয়ে বালিটিকুরি মুক্তরাম দে হাইস্কুলের সামনে পর্যন্ত যায় মহামিছিল। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী করবী ঘোষ, আইএনটিটিইউসির সভাপতি শুভময় মোদক-সহ দলের আরও অনেকে। মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মনোজ তিওয়ারি বলেন, গায়ের জোরে বিজেপি এসআইআর করে বাংলার প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে চাইছে। নির্বাচন কমিশনের এই তাড়াহুড়োর জন্য বহু মানুষের প্রাণহাণি হচ্ছে। তবুও তাদের কোনও হেলদোল নেই। তবে বিজেপি যতই চক্রান্ত করুক ওদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। বাংলার কোটি কোটি মানুষের সমর্থন আছে আমাদের দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। এই অবস্থায় বাংলার একজন বৈধ ভোটারেরও নাম বাদ থেকে তীব্র আন্দোলন হবে। আমাদের কর্মীরা এইজন্য সর্বদা নজর রাখছেন।

বর্জ্য বিভাজনে গানে-গানে প্রচার পুরসভার

প্রতিবেদন : কলকাতাকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে অভিনব পদক্ষেপ পুরসভার। শহরবাসীর মধ্যে দৈনন্দিন বর্জ্য নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট বিনে ফেলার অভ্যাস তৈরি করতে প্যারোডি গানের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার করবে পুরসভার জঞ্জাল সাফাই বিভাগ। প্রতিদিন সকালে পাড়ায়-পাড়ায় যাওয়া পুরসভার ব্যাটারি-চালিত বর্জ্য সংগ্রহের গাড়িতে বাজবে প্যারোডি গান। শুক্রবার অডিও-ভিডিও প্যারোডি গানের প্রকাশ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিকের কথায়, পুরসভা তার কাজ করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও একটু সচেতন হতে হবে। পচনশীল ও অপচনশীল কঠিনবর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ধাপায় রিসাইক্লিং প্লান্ট রয়েছে। কিন্তু মানুষ বর্জ্য আলাদা করে না ফেলায় কিংবা নির্দিষ্ট সময়ে পুরসভার গাড়িতে না ফেললে পুরকর্মীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই জঞ্জাল সাফাই বিভাগের তরফে এবার শহরজুড়ে গানে-গানে চলবে সচেতনতা প্রচার।

প্রশ্ন ভুল, সিদ্ধান্ত জানাবে পর্ষদ

প্রতিবেদন: ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নের উত্তর যারা দিয়েছে তারা সকলেই নম্বর পাবেন শুক্রবার এমনই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের। এদিন আদালতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে এক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে কাকে কত নম্বর দেওয়া হবে সে-বিষয়ে সোমবারের মধ্যে তারা আদালতকে জানাবে। তারপরেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব চাইছে বাংলা

মুখোশ খসে পড়ল বিজেপির। বাংলার মানুষকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেদের ঝুলি থেকে বিড়ালটা বেড়িয়ে পড়ল। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য, নাম সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। সেখানকার ভোটার তালিকায় জ্বল-জ্বল করছে তাঁর নাম। কী করে সম্ভব! তার মানে বাংলাদেশিকে ধরে ভারতের নির্বাচনে নামিয়ে ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি! উত্তর তাদের দিতেই হবে। গদ্দার এবং সুকান্তকে জবাব দিতে হবে। স্বরূপনগরের বিথারি-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। বাবার নাম রাধাপদ মণ্ডল। ওই পঞ্চায়েতের ১০০ নম্বর বুথে গত ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। এসআইআর করতে গিয়ে গোপন তথ্য বেরিয়ে এল। সুভাষ বাংলাদেশের সাতক্ষীরার রুদ্রপুরের বাসিন্দা। আর ভোটার সেখানকার কলারোয়ার বুথের। সেখানে তাঁর নাম সুভাষ মণ্ডল। নাম থেকে বাদ গিয়েছে চন্দ্র। বাবার নাম একই রয়েছে। প্রশ্ন হল, এই বাংলাদেশি কী করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢুকলেন? শুধু তাই নয়, তাঁর জন্মবৃত্তান্ত না জেনে কীভাবে তাঁকে প্রার্থী করল বিজেপি? যাঁরা অনুপ্রবেশ নিয়ে বড়বড় কথা বলেন এবার তাঁরা জবাব দিন। আসলে জেনে-শুনেই এই কাজটা করেছে বিজেপি। টিকিট দেওয়ার লোক না পেয়ে বাংলাদেশিকে ভারতীয় ভোটার বানিয়েছে। জবাব চাইছে গোটা বাংলা।

e-mail থেকে চিঠি

বোঝাই যাচ্ছে, ওরা কী চাইছে

এসআইআর ২০২৫ অনুসারে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি হবে সেখানে কাদের জায়গা হবে এবং একেবারে হবে না, তার স্ট্যান্ডার্ড বা মাপকাঠি ইসিআই ঠিক করে দিয়েছে। নির্দেশ মেনে চূড়ান্ত কাজটি করবেন বিএলওরা। আর এখানেই বিরাট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিএলওদের। প্রতিটি 'সন্দেহজনক' ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে বিএলওদের হাতে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিশেষ বদল আনা হয়েছে বিএলও অ্যাপে। এই অ্যাপ মারফত গণনা ফর্ম ডিজিটাইজ করছেন তাঁরা। সেখানে এবার একটি বিশেষ 'অপশন' দেওয়া হয়েছে। তার মাধ্যমে বিএলওরা পূরণ করা ফর্মগুলি ফের যাচাই করতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশোধন তো বটেই, ওইসঙ্গে কোনও ভোটারকে 'আনম্যাপ'ও করে দিতে পারবেন তাঁরা। সোজা কথায়, কোনও পূরণ করা ফর্ম আপলোড করার সময় খটকা লাগলে সেটি ফের যাচাইসহ সংশোধন করার ছাড়পত্র পেলেন তাঁরা। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ভোটারের ম্যাপিংয়ের (শেষ এসআইআরের বছরের ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম) ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা বাতিল করার ক্ষমতা থাকছে তাঁদের হাতে। কিছু বিএলওর বক্তব্য ছিল, কোনও ভুল সংশোধনের সুযোগ অ্যাপে নেই। অথচ তার জন্য বিএলওদের উপর শাস্তির খাঁড়া ঝোলানো থাকছে! এর সুরাহা করতেই অ্যাপে এই বিশেষ পরিবর্তন। বিএলওদের এই ক্ষমতাকে স্বাগত জানানোই যায়। কিন্তু বিহারের অভিজ্ঞতা অন্য প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। তা থেকে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের অবকাশ। এই অপশনটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না তো? যেমন বিহারে বহু যোগ্য ভোটারকে 'মৃত' কিংবা 'রাজ্যছাড়া' দেখানো হয়েছিল! ফলে খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছিল ৬৫ লক্ষ নাম। সর্বাধিক ছাঁটাই হয়েছিল সীমান্ত এলাকায়। অন্তত ৮০টি বিধানসভা ক্ষেত্রে পঞ্চাশের কম বয়সি বহু ভোটারকে 'মৃত' দেখানো হয়েছিল। ভাগলপুরে একটি পোলিং স্টেশনের এমন ৫৬ জন বঞ্চিত ভোটারের মধ্যে ৫০ জনেরই বয়স পঞ্চাশের নিচে। শেষমেশ শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে বেশিরভাগ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য হয় ইসিআই। শুধুমাত্র পূর্ণিয়াতেই খসড়া তালিকায় প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ভোটারের নাম বাদ যায়। যদিও চূড়ান্ত তালিকায় তার থেকে ৮৩ হাজার নাম ফের ঢোকাতে হয়েছে কমিশনকে। ইসিআই কতখানি চাপে পড়েছিল, খসড়া এবং চূড়ান্ত তালিকার মধ্যেকার পার্থক্যটাই তার প্রমাণ। চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৪৭ লক্ষে। অর্থাৎ, ২১ লক্ষ ৫৩ হাজার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে উঁকি দিচ্ছে এই আশঙ্কাটা। পর্যাপ্ত নথি-প্রমাণ এবং যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কোনও তুচ্ছ বাহানায় প্রকৃত ভোটারকে তাঁরা যেন বাদ না দেন। — **শুভাশিস সাঁতরা, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতি মমতাময়ী-স্পর্শে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি। বাম আমলের তমসাচ্ছন্ন দশা ঘুচিয়ে আলোকময় প্রান্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। লিখছেন **মৃত্যুঞ্জয় পাল**

পশ্চিমবঙ্গে গত প্রায় দেড় দশকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে বাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র মানেই আজ আর নোংরা পরিবেশ, অপরিচ্ছন্ন ঘর, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব আর সর্বগ্রাসী দালালরাজকে বোঝায় না। গত দেড় দশকে যেমন হয়েছে ২৬টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গীকার ছিল, প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে মেডিক্যাল কলেজ এবং একাধিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়া হবে। সেই লক্ষ্যেই ক্রমশ এগিয়ে চলেছে এই সরকার। এই বিপুল উদ্যোগের জন্য একদিকে যেমন রোগী পরিষেবা বাম আমলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৯০ হাজার আসন সংখ্যা হয়েছে, তেমনই মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়বার সুযোগও বেড়েছে অজস্র মেধাবী ছাত্রের। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়বার আসন সংখ্যা ২৭০৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০৬০।

একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই বিপুল উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রচুর কর্মসংস্থান। এই বিস্তৃত পরিকাঠামো, পরিষেবাকে জারি রাখতে এবং তাকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে যা অত্যন্ত আবশ্যক। এই কর্মসংস্থান রাজ্যের ছাত্র-যুবর মনে তৈরি করেছে আশার আলো। গত ১১ নভেম্বর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, "চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান— সকলেই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত শেষ হয়, সেটা দেখতে হবে।" এর ফলে দ্রুত হতে চলেছে ১৪ হাজার পদে নিয়োগ। সরকারি গেজেট অনুযায়ী এক নজরে দেখে নেওয়া যাক যে কোন কোন পদে কত সংখ্যক নিয়োগ আগামীতে আসতে চলেছে—

- জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ১৬৩০, সহকারী অধ্যাপক ৬২১,
- মেডিকেল অফিসার (স্পেশালিস্ট) ৫২৮
- সহকারী অধ্যাপক রেডিওলজি ১ ◆ নার্সিং স্টাফ (গ্রেড ২) ২৩৩০+২৫২+২০৯২+৩৪৪
- রেডিয়েশন সেফটি অফিসার ৩১
- ফার্মাসিস্ট (গ্রেড ৩) ৩৫০
- মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (গ্রেড ৩) ৫+১৩+৩১+১২+১০+২৮৭+২২২
- মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (গ্রেড ৩) ২১৩+১৪, ◆ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব, ওটি, পি অ্যান্ড ও, ক্রিটিকাল কেয়ার, অডিওমেট্রি) ২৪২, ◆ সহকারী অধ্যাপক (যোগা) ২৪, ◆ সহযোগী অধ্যাপক (যোগা) ৭, ◆ অধ্যাপক (যোগা) ৪, ◆ রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার (যোগা) ১,
- রিডার ১, ◆ টেকনিক্যাল অফিসার (নিউক্লিয়ার মেডিসিন) ৪, ◆ জুনিয়র অফিসার, ড্রাগ কন্ট্রোল ২, ◆ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ড্রাগ কন্ট্রোল ২, ◆ ডিরেক্টর, ড্রাগ কন্ট্রোল ১, ◆ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (গ্রেড ৩) ২১৩+১৪

এ-ছাড়াও গত ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে শিক্ষক, নার্স, হেলথ অফিসার, টেকনিশিয়ান-সহ প্রায় ৬০ হাজারের অধিক নিয়োগ হয়েছে। বিভাগভিত্তিক আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া হল সারণি ১-এ।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত, পাহাড়ি দুর্গম, পশ্চাৎপদ ও আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে ১১০টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান (মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট)-এর শুভ সূচনা করলাম। এই ইউনিটগুলি হল একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক, যা চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে সরাসরি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

এই ইউনিটগুলোতে প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা, শিশুদের চিকিৎসা-সহ আরও নানান রোগের চিকিৎসা হবে এবং প্রয়োজনে

সারণি ১ : বিভাগ	মোট আনুমানিক নিয়োগ সংখ্যা
স্টাফ নার্স (গ্রেড–II / GNM / বি.এসসি.)	₹৩৫,০০০
মেডিক্যাল অফিসার (GDMO / বিশেষজ্ঞ)	₹১০,০০০
মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট / ল্যাব ও ফার্মাসি কর্মী	₹৬,০০০
শিক্ষকমণ্ডলী (সহকারী অধ্যাপক, টিউটর, রিডার)	₹১,৫০০
কমিউনিটি হেলথ অফিসার (CHO / NHM)	₹৮,০০০ (অধিকাংশ চুক্তিভিত্তিক)
মোট (আনুমানিক)	*₹৬০,০০০ নিয়োগ*

উৎস: WBHRB বিজ্ঞপ্তি, DHFWS জেলা পোর্টাল, সরকারি সংবাদ প্রতিবেদনসমূহ

রেফার করে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হবে। এই গাড়িগুলোতে রোগ নির্ণয়ের জন্য হিমোগ্লোবিন, প্রেগন্যান্সি পরীক্ষা, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ব্লাড শুগার-সহ প্রায় ৩৫টি ডায়াগনস্টিক টেস্টের সুবিধাও মানুষ বিনামূল্যে পাবেন। এই টেস্টগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি গাড়িতেই থাকবে। এমনকি জঙ্গলমহল, সুন্দরবন-সহ বিভিন্ন জেলায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরিষেবা দেবার জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিনও থাকবে। তাই প্রতিটি ইউনিটেই মেডিক্যাল অফিসার, প্রশিক্ষিত নার্স, ফার্মাসিস্টের পাশাপাশি ল্যাব টেকনিশিয়ান, ইসিজি টেকনিশিয়ান, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকবেন।

বাংলার মানুষের কাছে এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রাথমিকভাবে গাড়ি বাবদ আমাদের খরচ হয়েছে ৮৪ কোটি টাকা আর এই পরিষেবা চালানোর প্রতিমাসে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। মোট ২১০টি এমন ইউনিট চালু করবার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ১১০টি ইউনিট ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এমন নতুন আধুনিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন যেমন প্রান্তিক অঞ্চলের দুয়ারে পরিষেবাকে পৌঁছে দিয়েছে তেমনই প্রয়োজন হয়েছে বিপুল কর্মসংস্থানের।

বিগত ১৪ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-'১১ সালে বরাদ্দ ছিল ৩,৫৮৪ কোটি টাকা। ২০২৫-'২৬ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা। এই বিপুল বরাদ্দই প্রমাণ করে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজানোয় সরকার কতটা আন্তরিক।

সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু এর জন্যই বছরে আমরা ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করছি। 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পে মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালেও নিখরচায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলার ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারের ৮ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত।

'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' টেলিমেডিসিন প্রকল্পে প্রায় ১০ হাজার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে ৯০ হাজার মানুষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে বিনামূল্যে টেলি কনসাল্টেশন পরিষেবা পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ।

'চোখের আলো' প্রকল্পে বিনামূল্যে ২৬ লক্ষ ছানি অপারেশন করা হয়েছে এবং বয়স্ক মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৪ লক্ষ বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। খরচ হয়েছে ১৮১ কোটি টাকা।

'শিশুসাথী' প্রকল্পে প্রায় ৬৪ হাজার ছোট ছেলেমেয়ের হার্ট বা অন্যান্য অপারেশন করা হয়েছে। খরচ হয়েছে ৩০৭ কোটি টাকা।

'রাত্তিরের সাথি' প্রকল্পে ১৩০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করা করেছে। রাজ্যের সকল অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীরা যাতে আরো সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কাজ করতে পারেন এবং উন্নততর পরিষেবা আমাদের মা ও শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, তার জন্য প্রত্যেককে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি মোবাইল ফোন কেনার জন্য ১০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বাজেটেই আমরা ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম।

এছাড়াও আমার পূর্বের প্রতিবেদনে যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি করে দীর্ঘায়িত করছি না। প্রকৃত বিচারে বলতে গেলে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে এক ধ্বংসস্তূপ থেকে নবনির্মাণ করে যে দৃষ্টান্ত সরকার স্থাপন করেছে, প্রান্তিক মানুষ থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভরসা ও আস্থার জায়গা হয়ে উঠেছে তা বাংলার উন্নয়নের ইতিহাসে এক গৌরব অধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে শুরু হতে চলেছে সিবিটিসি সিস্টেম। এই ব্যবস্থায় দুটি ট্রেনের মধ্যে কমবে সময় ফলে বাড়বে পরিষেবা

মৃত তিন এবং অসুস্থ এক বিএলও-র পরিবারকে আর্থিক সহায়তা রাজ্যের

প্রতিবেদন : এসআইআর–এর কাজ করতে গিয়ে তিন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃতদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল এককালীন দুই লক্ষ টাকা করে। পাশাপাশি, কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক বিএলও–র পরিবারকেও দেওয়া হল এক লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে যারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের চিকিৎসা খরচও বহন করবে রাজ্য সরকার।

জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির শান্তিমণি এক্কা

এবং পূর্ব বর্ধমানের নমিতা হাঁসদা ও কোচবিহারের শীতলকুচির ললিত অধিকারী— তিনজনেই বুথ লেভেল আধিকারিক হিসেবে এসআইআর–এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দায়িত্ব পালনের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়। শীতলকুচির ললিত অধিকারির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, হুগলির কোন্নগরে ফর্ম বিলি করার সময় কাজের চাপে সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএলও তপতী বিশ্বাস। তাঁর পরিবারকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, মাঠপর্যায়ের কর্মীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি। তাঁদের সুরক্ষা, স্বার্থরক্ষা ও পাশে থাকা সরকারের দায়িত্ব। সেই কারণেই দ্রুত এই আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বসিরহাটে দুয়ারে পৌঁছল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

বসিরহাটে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানীয় রোগীদের সঙ্গে বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, বসিরহাট: যেখানে হাসপাতালে চিকিৎসা বিলাসিতা মাত্র সেখানেই হাতের কাছে, ঘরের দুয়ারে মিলবে স্বাস্থ্য পরিষেবা। এই খবরে যারপরনাই খুশি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের গাঁথা আখারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে গাছা, আখারপুর, পাইকের ডাঙ্গা, প্রসন্ন কাটি, সংগ্রামপুর ইটিন্ডা পানিতর-সহ একাধিক সীমান্তের বাসিন্দারা। আর সৌজন্যে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র এবার ঘরের দুয়ারে পৌঁছে গেল। এককথায় বলা যায় ভ্রাম্যমাণ গাড়ি একটি যেন ব্লক হাসপাতাল। বসিরহাট সীমান্তের গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। এই গাড়ির উদ্বোধন করলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টজনেরা। শুক্রবার চিকিৎসক দেবব্রত মণ্ডল-সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা, ঘরের দুয়ারে এই গাড়ি লাগিয়ে দেন। যে সব রোগীরা বিছানা থেকে উঠতে পারে না, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে লম্বা লাইন দিতে হয়, পাশাপাশি হাসপাতালে পৌঁছাতে গেলে অর্থ প্রচুর খরচ হয়, তাদের যথাযথ পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। শুগার, হার্ট, ব্লাড প্রেসার, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি বিভিন্ন রোগীরা এখানে এসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন। অন্যদিকে বিনা পয়সার ওষুধ পাচ্ছেন। ঘরের দুয়ারে এই পরিষেবা পেয়ে রীতিমতো খুশি সীমান্তের নাগরিকরা। উপভোক্তাদের কথায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের 'দিদি' দুয়ারে রেশন, দুয়ারে সরকারের মতো ঘরের দুয়ারেও স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন তাতে আমরা অনেকটাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারব। এটা যেন একটা গাড়ির মধ্যে ব্লক হাসপাতাল। আমাদের 'দিদি', আমাদের জন্য যা পরিষেবা দিয়েছেন, তাতে 'দিদি'কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিএলওর হুমকি

সংবাদদাতা, হুগলি: ফর্ম বিলি করতে এসে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিএলও। বলেছিলেন সময়ে ফর্ম জমা না দিতে পারলে দিল্লিতে দিয়ে আসতে হবে। হুগলির ডানকুনির ২১৮ নম্বর বুথে তৃণমূল কাউন্সিলের বাড়িতে এআআইআর ফর্ম আনতে গেলে বিএলওর সঙ্গে বচসা বাধে। তৃণমূল নেতা বলেন, বিএলও চন্দ্রিমা ঘোষ বাড়িতে ফর্ম আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বচসা হয়। বিএলও হুমকি দিয়ে বলেন সময়মতো জমা না দিলে দিল্লিতে গিয়ে সেই ফর্ম জমা দিতে হবে। এদিকে নিজের সাফাই গেয়ে বিএলও বলেন, তৃণমূল নেতা তাঁকে গালাগালি করেছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাঁরা। তৃণমূল নেতা বলেন, আমার বড় ছেলের নামের কিছু ভুল আছে। কী করে ফর্ম ফিলাপ করতে হবে বলে দিতে বলেছিল বিএলওকে। কিন্তু তিনি বলেন যে বাবা তৃণমূল নেতা, মা কাউন্সিলর তাদের কাছে জেনে নিতে। এর প্রতিবাদ করতেই হুমকি দেন সেই বিএলও।

হাওড়ার রাস্তায় বসল স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট রিকগনিশন ক্যামেরা

প্রতিবেদন: শহর জুড়ে নজরদারি বাড়াতে আরও ৩০টি সিসি ক্যামেরা বসল হাওড়া কমিশনারেট এলাকায়। একই সঙ্গে সিটি পুলিশের তরফে অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন প্রযুক্তির আরও ১৪টি ক্যামেরা বসানো হল। এর জন্য খরচ হয়েছে মোট ৪৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৩০ টাকা। নিজের সাংসদ তহবিল থেকে সেই টাকা দিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার হাওড়ার শরৎ সদনে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এগুলির ডিজিটালি উদ্বোধন করেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী, যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার-সহ পুলিশ কর্তারা। নিরাপত্তা জোরদার করতে যেমন সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, তেমনই এর পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় নম্বর-প্লেট স্বীকৃতির ক্যামেরার মাধ্যমে ট্র্যাফিক আইন প্রয়োগ,

উদ্বোধনে উপস্থিত সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী।

অপরাধমূলক কাজকর্ম শনাক্তকরণ আরও সহজে করা সম্ভব হবে। এই ক্যামেরার ছবি থেকে সংশ্লিষ্ট গাড়ির নম্বর প্লেট শনাক্ত করা সক্ষম হবে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাওড়া সিটি পুলিশ শহরের নিরাপত্তায় যে কাজ করছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। আমি তাঁদের যে কোনও উদ্যোগের পাশে আছি।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মের বিরোধী নয় ফেডারেশন

প্রতিবেদন : ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ও ফিল্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের বিরোধী নয় ফেডারেশন। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে অপপ্রচার চলছে তা উড়িয়ে দিয়ে ফেডারেশন কর্তারা সাফ জানিয়ে দিলেন, পুরোপুরি তাঁদের পাশে আছে ফেডারেশন। তাঁদের কাছে ফেডারেশনের অনুরোধ, আপনারা যাঁরা এই ধরনের ফিল্ম বানাতে চান, ফেডারেশনের কাছে আসুন, ফেডারেশন সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। ছবির কনটেন্ট ও উদ্দেশ্য জানিয়ে আলোচনায় বসুন, সবরকমভাবে সাহায্য করা হবে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই বার্তা দিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস ও টলিপাড়ার একঝাঁক পরিচালক। তাঁদের সবারই বক্তব্য,

সাংবাদিক বৈঠকে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। শুক্রবার।

ফেডারেশনের সঙ্গে আসুন, সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। এর পাশাপাশি ফেডারেশন সভাপতি জানান, পরিচালক ও অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়-সহ ১৩ জন পরিচালক ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিলেন, তিনি সেখান থেকে সরে এসেছেন। ফলে আগামী দিনে ফেডারেশন তাঁর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। একই সঙ্গে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় যে মিথ্যে অভিযোগ করেছেন তারও জবাব দিয়েছে ফেডারেশন। তথ্য তুলে ধরে সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস পাল্টা অভিযোগ করেন, ওঁর কাছে টেকনিশিয়ানদের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ২ বছর ধরে বাকি পড়ে আছে। বারবার বলার পরেও উনি গরিব টেকনিশিয়ানদের পাওনা টাকা দেননি। উল্টে সোশ্যাল মিডিয়ায় টেকনিশিয়ানদেরই অপমান করছেন। ওনার নামে একজন আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন, যে দু'দফায় তিনি প্রায় সাড়ে ১৯ লক্ষ নিয়েও ফেরত দেননি। লোককে কাজ করিয়ে পারিশ্রমিক দিচ্ছেন না, আর উল্টে যাদের জন্য এই জায়গায় পৌঁছেছেন সেই কলকাকুশলীদেরই অপমান করছেন। এদের আসল চেহারাটা সবার জানা উচিত।

এসআইআর : বিএলওদের প্রশংসায় সিইও-র দফতর

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার সাফল্য মূলত বুথ লেভেল অফিসারদের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশন তাদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন। রাজ্যে বেশ কয়েকজন বিএলও-র বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার তিনি স্পষ্ট জানান, বিএলও–রা রাতদিন পরিশ্রম করছেন। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু ৯৯ শতাংশ বিএলও সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করছেন। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের ফার্স্ট লেভেল চেকিং উপলক্ষে শুক্রবার নিউটাউনে এক বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল ও পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী দিনভর চলা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। ২৭ নভেম্বর থেকে রাজ্যের ১০টি জেলায় শুরু হবে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের এফএলসি প্রক্রিয়া, যা চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। মোট ৫২টি স্থানে এই চেকিং হবে। এ কারণে রাজ্যের ২৪টি জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (নির্বাচন), জেলা ইভিএম নোডাল অফিসার ও এফএলসি সুপারভাইজাররা এই কর্মশালায় অংশ নেন। যদিও এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইভিএম–ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বৈঠকের কেন্দ্রে চলে আসে এসআইআর ও বিএলও প্রসঙ্গ। জানা গিয়েছে, বৈঠক শুরুর আগেই রাজ্যের বিএলও কার্যক্রমের আপডেট চান জ্ঞানেশ ভারতী। বিভিন্ন জেলা থেকে আপলোড হওয়া তথ্য, এন্যুমারেশন ফর্মের অগ্রগতি, ডিজিটাইজেশনে বিলম্ব, সবই উঠে আসে এদিনের আলোচনায়।

রাজ্য
22 November, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সকালে বরানগরে গুলি। বরানগরের ১৪ নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর নর্দার্ন পার্ক এলাকায় সরকারি কর্মীর উপর গুলি চালায় দুই বাইক আরোহী দুষ্কৃতী। যদিও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে

শোভনদেবের উপস্থিতিতে চার্টার অফ ডিমান্ডে সই, খুশি কর্মীরা

প্রতিবেদন : শুক্রবার সিইএসসিতে তৃণমূলের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (এস কে ইউ) ৬ বছর বাদে চার্টার অফ ডিমান্ড সই করল। হাসি ফুটল সংগঠনের প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কর্মীর মুখে। এই নয়া চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে কর্মীদের বেতন কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন হলো। বেসিক-ডিএ-হাউস রেন্ট আলাউন্স। কর্মীদের দাবিমতোই কমল বিমার প্রিমিয়াম। এদিন নয়া চুক্তি স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। চুক্তি সইয়ের পর যারপরনাই খুশি কর্মীরা ভিক্টোরিয়া হাউসের গেটে স্লোগান দেন। আস্থা জানান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রতি। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানান তাঁদের আগলে রাখা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি। মন্ত্রী বলেন, সিইএসসি-তে আমাদের দলের বহু পুরোনো ইউনিয়ন। ৪৫০০ কর্মীর মধ্যে ৪৩০০ তৃণমূলের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন করে। এখানে শেষ যে নির্বাচন হয়েছে তাতে তৃণমূল ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি ২.৩ শতাংশ পেয়েছে বিরোধীরা। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দাপট প্রশ্নাতীত। মন্ত্রীর সংযোজন, এই চুক্তি সইয়ের পর কর্মীরা ব্যাপক খুশি। আগে এখানে ৩টি ইউনিয়ন থাকলেও সারা বছর কর্মীদের সুখে দুঃখে তৃণমূলের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন পাশে থাকে। তাই ওরাও তৃণমূলের সঙ্গে থাকে।

সিইএসসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মী ইউনিয়নের চুক্তি সই করছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

রাজপথ থেকে গাড়ি সরাতে পুলিশি সাহায্য চায় পুরসভা

প্রতিবেদন : রাতের শহরে রাস্তার ধারে সার বেঁধে গাড়ি পার্ক করেন শহরের অনেক মানুষ। বড় রাস্তা থেকে ছোট পাড়ার ভিতরেও সেইসব গাড়ির জন্য সাতসকালে শহর পরিষ্কার করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুরসভার সাফাই কর্মীদের। তাই এবার সকালে ২ ঘণ্টার জন্য রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করা গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত রাস্তার ধারে পার্কিং বন্ধের জন্য পুর-কমিশনারকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে দিল্লি-বিস্ফোরণের পর কলকাতার রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে নাইট পার্কিং ও বছরের পর বছর ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িগুলি সরানো নিয়েও পদক্ষেপ নিচ্ছে পুর-কর্তৃপক্ষ। এর জন্য কলকাতা পুলিশের সাহায্য নেবে কলকাতা পুরসভা।

অনেকসময় মানুষ নির্দিষ্ট পার্কিং প্লেস বা গ্যারেজ না পেয়ে রাস্তার দু-ধারে প্রায় ফুটপাতের উপর গাড়ি তুলে দিয়ে পার্ক করে রাখেন। যেগুলি পরের দিন সকাল থেকে দুপুর বা সন্ধ্যা পর্যন্তও দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু গাড়ি আবার মাসের পর মাস রাস্তার পাশে অথবা ফুটপাতে মালিকহীন হয়ে পড়ে থাকে। শুক্রবার পুরভবনে টক-টু-মেয়র শেষে ফিরহাদ হাকিম জানান, এই আন-আইডেন্টিফাইড গাড়িগুলি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থেকে ময়লা জমে। এই গাড়িগুলির বিরুদ্ধে কেন কেস করা হবে না? এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে চিঠি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র। আর এই গাড়িগুলির রাস্তার ধার জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকায় সকালে ঝাঁট দেওয়া বা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই সকালে নির্দিষ্ট ২ ঘণ্টার জন্য রাস্তার সমস্ত পার্কিং প্লেস থেকে গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে পুরসভা।

সংসার চালাতে খেজুর গাছের মাথায়

সংবাদদাতা, জয়নগর : লোকে বলে, নারীকে চেনা যায় স্বামীর অভাবে। নিত্যদিনের আর্থিক অনটনের সংসারই প্রকৃত নারীকে চিনিয়ে দেয়। জয়নগরের মাজিদা লস্কর যেমন সংসারের হাল ধরতে স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধছেন ১৫ বছর ধরে। বিয়ের পর থেকেই জেলার প্রথম মহিলা শিউলি হিসেবে এই কাজ শুরু করে এখন তিনি পুরোদস্তুর অভিজ্ঞ শিউলি হয়ে উঠেছেন।

খেজুর রস পাড়তে ব্যস্ত মাজিদা লস্কর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-২ ব্লকের মণিপুর বাঁশতলা এলাকার দম্পতি আব্দুর রউফ লস্কর ও মাজিদা লস্কর। সংসার সামলাতে দুজনে একসঙ্গে শিউলির কাজ করেন। স্বামীর সঙ্গে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ থেকে নলেন গুড় তৈরি করার প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত মাজিদা। এই দম্পতি প্রতিদিন এলাকার প্রায় শতাধিক খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে জয়নগরের প্রসিদ্ধ মোয়ার দোকানে নলেন গুড় সরবরাহ করেন। মাজিদা বলেন, সংসারের অভাব মেটাতে স্বামীর সঙ্গে এই কাজ শুরু করি। বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বারবার আঘাত পেয়েছি। ধীরে ধীরে এই কাজের সবকিছু শিখেছি। এর জন্য সংসারের আর্থিক সংকটও কিছুটা দূর হয়।

সুপ্রিম হস্তক্ষেপে ২৪ দমকলকর্মী চাকরি ফিরে পেতে পারেন

প্রতিবেদন: দেশের শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে এ রাজ্যের ২৪ জন দমকল কর্মীর হারানো চাকরি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে ২০২৩ সালে ওই ২৪ জন কর্মীর চাকরি বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই চাকরিহারারা দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। শুক্রবার তাদের দায়ের করা মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। চাকরিহারাদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী রউফ রহিম এবং আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরে বীরভূমের ২৪ জন চাকরিহারা দমকলকর্মী ফের তাঁদের চাকরিতে যোগদান করতে পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রতি বছরের মতো এ-বছরও বিধাননগর মেলা ও উৎসব ২০২৫-'২৬ অনুষ্ঠিত হবে বইমেলা প্রাঙ্গণে। উৎসবের প্রস্তুতিতে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছিলেন ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডল, মেয়র পারিষদ তুলসী সিনহা রায় প্রমুখ। আগামী ১ ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম মেলার উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও থাকবেন বিশিষ্টরা। মেলায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিপণির সম্ভার থাকবে। মেলা চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

রামকমলের ছবির জমজমাট প্রিমিয়ার

প্রতিবেদন : 'বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান'-এর সাফল্যের পর শুক্রবার প্রিমিয়ার পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ছবি 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'-এর। কলকাতার তিন পরিবার— ব্যাঙ্ককর্মী উৎপল এবং তাঁর স্ত্রী লাবণ্য, লিভিং টুগেদার করা নতুন প্রজন্মের তিয়াসা এবং দীপ, ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুপর্ণা ও ছবির কাহিনিকার অনির্বাণের সংসারে ঘটা অপ্রত্যাশিত সাংসারিক পরিস্থিতির প্রয়োজনে নিযুক্ত হয় তিন গৃহকর্মী। সরস্বতী, কল্যাণী এবং মালতী। লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি থেকে কঠিন জীবনযুদ্ধে শামিল এই তিন গৃহকর্মী নিজেদের অজান্তেই ঢুকে পড়েন তিন পরিবারের ভালয়, মন্দে, সঙ্কটে এবং সমস্যায়। এই ছবির মাধ্যমে শহুরে সাধারণ পরিবার এবং তাদের ঘিরে সমাজের নিচুতলার খেটে-খাওয়া মানুষদের দিনচক্রের এক অপূর্ব জীবনলিপি রচনা করেছেন পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সায়নী ঘোষ, সঙ্গীতা সিনহা, পাওলি দাম, রাজনন্দিনী পাল, জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। বিশেষ ভূমিকায় গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জনপ্রতিনিধি চরিত্রে দেখা যাবে মন্ত্রী মদন মিত্রকেও। ছবিমুক্তি উপলক্ষে শুক্রবার প্রিয়া সিনেমায় আয়োজিত হল এক জমজমাট প্রিমিয়ার শো। ছবির পরিচালক এবং কলাকুশলী-সহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য, জুন মালিয়া, ইমন চক্রবর্তী, হরনাথ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা।

'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'-র প্রিমিয়ার। রয়েছেন মদন মিত্র, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীতা সিনহা।

রাজ্যে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফিরবে শীত

প্রতিবেদন: নভেম্বরের শুরুতেই বদলেছিল বাংলার আবহাওয়া। কিন্তু বেশিদিন তা স্থায়ী হল না। বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত সোমবারের মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর কারণে বাধাপ্রাপ্ত শীত। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত ফেরার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। ডিসেম্বরের ১০ তারিখের পর ফিরতে চলেছে শীত। নতুন করে কোনও বাধা তৈরি হয়ে পথের কাঁটা না হলে বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাঁকিয়ে শীতের স্পেল চলতে পারে। আবহাওয়া দফতর বলছে, এই সিস্টেম আগামী বুধবার মৃদু শক্তির একটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে বলে কোনও কোনও আবহাওয়া গবেষণা মডেল দাবি করছে। সেক্ষেত্রে এর সম্ভাব্য গতি বা ল্যান্ড ফল অন্ধ্র তামিলনাড়ু উপকূলের কোনও একটি স্থানে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলায় পড়বে না। তবে আগামী মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকে মেঘলা হবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ। বুধ, বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে উপকূল এবং লাগোয়া দুই জেলায়। রবিবারের পর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও শীতের আমেজ তেমন ভাবে পাওয়া যাবে না জলীয় বাষ্প এবং পুবালি বাতাসের কারণে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রায় ৫৭ কেজি গাঁজা-সহ দুজনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ। ঘটনায় দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতেরা হল মহম্মদ ইফতিকার ও মহম্মদ পারভেজ

আমার বাংলা
22 November, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

মৃত দুই বিএলওর পরিবারকে রাজ্যের সাহায্য ■ দেওয়া হল ২ লক্ষ টাকার চেক

আত্মঘাতী শান্তিমণির অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: কাজের চাপে আত্মঘাতী মালবাজারেরে বিএলও শান্তিমণি এক্কার পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য। শুক্রবার অসহায় পরিবারের হাতে দু'লক্ষ টাকা চেক তুলে দেন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। ছিলেন জেলাসভানেত্রী মহুয়া গোপ। শোকার্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান তাঁরা। পাশাপাশি পাশে থাকার কথা দেন। প্রসঙ্গত, গত বুধবার বাড়ির উঠোন থেকেই শান্তিমনির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এসআইআরের অধিক কাজের চাপে এবার আত্মঘাতী বিএলও বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা জানান, বিএলও হওয়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিচ্ছিলেন, জমা নিচ্ছিলেন। অর্থাৎ কাজের চাপ ছিল প্রবল। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন বাড়িতে ফিরে রীতিমতো কান্নাকাটি করতেন শান্তিমণি এত চাপ নিতে পারছেন না বলেও জানিয়ে ছিলেন। এরই মাঝে বুধবার সকালে বাড়ির

■ শান্তিমণির পরিবারের সদস্যর হাতে চেক দিচ্ছেন বুলু চিক বরাইক।

উঠোনে মেলে মহিলার ঝুলন্ত দেহ। দেখামাত্রই পরিবারের সদস্যরা খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, এসআইআর এর নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এই প্রক্রিয়া শুরু হবার পর থেকে রাজ্য জুড়ে উঠে এসেছে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনার ছবি। ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন অনেক মানুষ। এর পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীরা বিএলও দায়িত্ব পেয়ে ওই অমানুষিক চাপ সামলাতে পারছেন না। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিএলওরা কিন্তু তারপরেও কোনও সুরাহা হয়নি। অতিরিক্ত কাজের চাপে দিন কয়েক আগে ব্রেন স্ট্রোকে প্রাণ হারান মেমারির চক বলরামপুর-এর দু-নম্বর ব্লকের বিএলও-র দায়িত্বে থাকা নমিতা হাঁসদা। এসবের পরেও নির্বাচন কমিশনের হেলদোল দেখা যায়নি।

কাজের চাপ, দুশ্চিন্তায় দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল কোচবিহারের বিএলওর

সংবাদদাতা, কোচবিহার: অতিরিক্ত কাজের চাপ। বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন শীতলকুচির বিএলওর দায়িত্বে থাকা ললিত অধিকারী। শুক্রবার সব শেষ। এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন দুশ্চিন্তা নিয়ে। ঘটে গেল দুর্ঘটনা। শীতলকুচি মাথাভাঙ্গা সড়কের ধরলা সেতু সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম ললিত অধিকারী। তাঁর বাড়ি শীতলকুচি ব্লকের বড় ধাপেরচাত্রা এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে এদিন দেখা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মৃতের পরিবারের হাতে এদিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ শুক্রবার রাতে এই বাড়িতে গিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই খবর শুনে শোক প্রকাশ করেছেন। এরপর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিবারকে দু লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই মৃত্যু অত্যন্তই দুঃখের। জানা গেছে এসআইআরের কাজ সেরে মাথাভাঙা বাড়িতে আসছিলেন তিনি। সেই সময় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয়রা

■ মৃত বিএলওর পরিবারের পাশে মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুক্রবার।

■ মৃত বিএলও ললিত অধিকারী।

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আঘাত গুরুতর থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করেন চিকিৎসকরা। পরিবারের সদস্যরা কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে মৃত্যু হয় ওই বিএলওর। মৃতের স্ত্রী শ্যামলী অধিকারী বলেন, স্বামী ছিল পরিবারের একমাত্র রোজ গেরে। দুই ছেলেকে নিয়ে একেবারে অথৈ জলে পড়লাম। শীতলকুচির মহিষ মুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন ললিত অধিকারী। তার স্কুলের তিনজন শিক্ষকেরই বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পড়েছে। তাই বৃহস্পতিবার স্কুল শেষে বিএলও র কাজে গিয়েছিলেন তিনি। এই দায়িত্ব নিয়েই যথেষ্ট চাপেও ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, এত মানসিক চাপের মধ্যে রাস্তায় চলাচল করতে গিয়েই পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়েছে এই বিএলওকে।

আর আতঙ্ক ছড়াবেন না শাহকে হুঁশিয়ারি সামিরুলের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: এসআইআরের আতঙ্ক ছড়িয়ে আপনারা মানুষের জীবন নিয়ে খলছেন। ভিটে-মাটি হারানোর চিন্তায় রয়েছেন অনেকে। মানুষের পাশে থাকতে না পারুন, আর আতঙ্ক ছড়াবেন না। শুক্রবার উত্তরদিনাজপুর জেলার সহায়তা শিবিরে হাজির হয়ে এভাবেই স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম করে হুঁশিয়ারি দিলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম। ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, চোপড়া বিধানসভা

■ সহায়তা শিবিরে সাংসদ সামিরুল ইসলাম। শুক্রবার।

এলাকা ও বাংলা ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করে এভাবেই মানুষকে আশ্বস্ত করেন রাজ্যসভার তৃণমূলের সাংসদ সামিরুল ইসলাম। ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, বিধায়করা, ইসলামপুর ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন, বাড়ি গিয়ে সাংসদ দেখা করেন বিধায়ক আব্দুল করিম চোধুরীর সাথে। সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ করেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। উত্তর দিনাজপুর জেলার বহু মানুষ ভিনরাজ্যে কর্মরত। সেইসব শ্রমিকরা বাড়ি ফিরতে না পারলে তাদের পরিবার যাতে ফর্ম ফিল আপ করতে পারে সে-বিষয়েও কথা বলেন তিনি।

হাতির তাণ্ডব, জঙ্গলে ফেরালেন বনকর্মীরা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সাতসকালে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল শাবক-সহ তিনটি হাতি। শস্য খেত, এলাকা একেবারে দাপিয়ে বেরাল। শুক্রবার নাগরাকাটার ঘটনা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনদফতরের একটি দল। এলাকাবাসীদের সতর্ক করতে শুরু হয় মাইকিং। এদিকে, হাতির পালকে বনে ফেরাতে চলতে থাকে চেষ্টা। স্থানীয় বাসিন্দা কালাচাঁদ সিংহ জানান, বৃহস্পতিবার রাতেই হাতির দলটি জঙ্গল ছেড়ে চা বাগানের দিকে চলে এসেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরো রাত খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা সতর্ক ছিলেন। শুক্রবার সকালে বনদপ্তরের দল দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে হাতিগুলিকে নিরাপদ পথে ঘুরিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের জলঢাকা

জঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। খুনিয়া বন্যপ্রাণ শাখার বনকর্তা জানিয়েছেন, খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিগুলিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্রেফতার প্রতারক

সংবাদদাতা,আলিপুরদুয়ার : ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে ওই যুবকের বিষয়টি জানতে পেরে, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করে পুলিশ। এরপর পুলিশ যখন নিশ্চিত হয় যে, প্রতারণার জাল বিছাতেই শহরের ওই হোটেলে ঘাঁটি গেড়েছিল অভিযুক্ত যুবক। ওই ব্যক্তি আলিপুরদুয়ার শহরে ডেরা বেঁধেছিলেন। পুলিশ প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করলে, তার কথায় প্রচুর অসঙ্গতি পায়। গ্রেফতারের পর জানা যায় তার আসল পরিচয়। ওই ব্যক্তির আসল নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। ধৃত স্বীকার করে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই আলিপুরদুয়ারের হোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে উঠেছিল।

দুয়ারে চিকিৎসা কেন্দ্র চা-বাগান

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: চা-বাগান এলাকার জন্য চালু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। মানুষের দুয়ারে পৌঁছে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। শুক্রবার এই প্রকল্প উদ্বোধন হল কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগান থেকে। এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ার জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র কালচিনি, মাদারিহাট ও কুমারগ্রাম এলাকায় এই দুয়ারে চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিষেবা মিলবে। চা বাগান ঘেরা এই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য দূরে বিভিন্ন হাসপাতালে যেতে হয়। তাতে সময় ও অর্থের ব্যয় হয় অনেকটা। তাই চা বাগানের বাসিন্দাদের চিকিৎসা সুবিধা দিতে এই প্রকল্প শুরু করল জেলা স্বাস্থ্য দফতর। এই ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রগুলোতে থাকবে বেশ কিছু স্বাস্থ্য পরিষেবা। বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ছোট্ট একটি ল্যাব, বিশেষ করে রক্তের সাধারণ পরীক্ষাগুলি এই ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রেই মিলবে। এ ছাড়াও মিলবে ইউ এস জি পরিষেবা, পোর্টেবল ডিজিটাল এক্সরে মেশিনও খুব শীঘ্রই যুক্ত হবে পরিষেবা দেবার কাজে। সপ্তাহে ছয় দিন, এক এক দিন ব্লকের এক এক প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে বাসিন্দাদের। এই ভ্রাম্যমাণ ইউনিটে থাকবেন একজন চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান।

আমার বাংলা
22 November, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর-বিরোধী সভায় জনপ্লাবন

মঞ্চে বক্তা কাজল শেখ। ডানদিকে, সভায় উপচে-পড়া মানুষের ভিড়।

সংবাদদাতা বীরভূম : ইডি সিবিআই-এর ভয় দেখিয়ে কাজল শেখকে দমানো যাবে না। কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই আমি। কেবলমাত্র মানুষকে নিয়ে সংগঠন করেই কাজল শেখ বীরভূম জেলা সভাধিপতি হয়েছে। এসআইআর বিরোধী মিছিল থেকে বীরভূমের কীর্ণাহারে গদ্দারের উদ্দেশে হুঙ্কার দিলেন কাজল। দুদিন আগে এখানেই গদ্দার সভা করেছিলেন। সেখান থেকে দাবি করেছিলেন, নানুর বিধানসভা এবার বিজেপি জিতবে। তারই পাল্টা হিসাবে শুক্রবার কাজলের নেতৃত্বে বিরাট পদযাত্রার পাশাপাশি তৃণমূলের সভায় ছিল মানুষের ঢল। গদ্দারের সেই চ্যালেঞ্জ তৃণমূল গ্রহণ করল। নানুর, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট এবং খণ্ডকোষ— এই চারটি বিধানসভার দায়িত্ব আমাকে দিক, অনুরোধ জানাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এই চার বিধানসভায় বিজেপির জামানার জব্দ করিয়ে ছাড়ব। গদ্দারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কাজল বলেন, ২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফল যখন বেরোবে তখন ওঁকে বীরভূমে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। একসঙ্গে বসে দেখাব বীরভূমের মাটিতে তৃণমূল ১১টা আসনে জয়ী হল। আপনাকে কীর্ণাহারের মন্ডা এবং সিউড়ির মোরব্বা খাইয়ে মুখমিষ্টি করব।

নাবালিকা বিয়ে বন্ধে

● নাবালিকা বিয়ে রোধে এলাকায় এলাকায় ঘুরে সচেতনতার বার্তা দিলেন কর্মাধ্যক্ষ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বাল্যবিবাহের সংখ্যা কম নয়। যদিও জেলা প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ডেবরায় তিন জায়গায় নাবালিকা বিয়ের খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে ডেবরা থানার পুলিশ ও জেলা পরিষদের নারী শিশুকল্যাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু মেয়েদের বাড়িতে হাজির হন। এদিন ডেবরার চককৃপান, রাধামোহনপুর এবং আরও একটি জায়গায় গিয়ে নাবালিকাদের পরিবারকে সতর্ক করে এসেছেন শান্তি।

নেশামুক্তি অভিযান

● নেশামুক্তি অভিযানে গড়বেতা দুই নম্বর ব্লক প্রশাসন এবং গড়বেতা দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। এদিন গড়বেতা ২ নং ব্লকের কিয়ামাচা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি গ্রহন করা হল। ছিলেন গড়বেতা ২ নং ব্লকের বিডিও দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে প্রমুখ।

তৃণমূলের আলোচনা

● বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের রাণ্টুয়ায় তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা হল। ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, অঞ্চল সভাপতি বৈকুণ্ঠ শীট, ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী পুষ্প নায়েক, মনোজ দণ্ডপাঠ প্রমুখ। টিঙ্কু জানান, যেসব ভোটার এখনও এসআইআর ফর্ম জমা দেননি। তাঁদের দ্রুত ফর্ম জমা করাতে হবে এবং কোনও ভোটারের ফর্ম যেন বাদ না যায়।

কাউন্সিলর সাসপেন্ড

● একাধিক দলবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে দল থেকে সাসপেন্ড করা হল তাম্রলিপ্ত পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা রাজ্য যুব তৃণমূল সহসভাপতি পার্থসারথী মাইতিকে। শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে সাসপেন্ডের কথা জানালেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়। সুজিত বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা না মানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পার্থবাবুকে সাসপেন্ড করা হল।

মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা দাবি করে বিজেপিকে তুলোধোনা ঋতব্রতর

সংবাদদাতা, কাঁথি : মৎস্যজীবী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির এক সভা থেকে বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, বিজেপি এসআইআর-এর নামে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। জ্ঞানেশকুমার, মোদি, শাহ সকলেই জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তবে ওরা যেটা নিয়ে বেশি চিন্তিত, তা হল আসন সংখ্যা ৩০ পেরোবে কিনা। বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লির মতো পিছনের দরজা দিয়ে বাংলার মাটিতে বিজেপি ঢুকতে পারবে না। শুক্রবার বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উপলক্ষে কাঁথির সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে সারা বাংলা তৃণমূল মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির তরফে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপিকে তুলোধোনা করেন ঋতব্রত। সভায় ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি, জেলা পরিষদ সভাধিপতি উত্তম বারিক, জেলা পরিষদ খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু দাস মহাপাত্র, মৎস্যজীবী সংগঠনের নেতা আমিন সোহেল প্রমুখ।

সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিএলএদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ রাজ্য সভাপতির

সংবাদদাতা, দিঘা : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর। তাতে যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায় শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা থেকে সেই বার্তা দিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। শুক্রবার দুপুরে রামনগর-১ ও ২ ব্লক এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন করেন সুব্রত। সেখানেই কর্মীদের একাধিক বার্তা দেন। সম্মেলনে সুব্রত ছাড়াও ছিলেন রামনগর বিধানসভার বিধায়ক অখিল গিরি, রামনগর-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি উত্তম দাস, রামনগর-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অনুপ মাইতি, রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাই সার, ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুপ গিরি প্রমুখ। এদিন দিঘার জাহাজবাড়িতে এই কর্মিসম্মেলন হয়। বিধানসভা নির্বাচনে এখন থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন সুব্রত। সম্মেলন শেষে অখিল বলেন, এসআইআর যাতে সঠিকভাবে হয় সেজন্য সকল বিএলএকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি।

মঞ্চে সুব্রত বক্সি ও অখিল গিরি।

দাম্পত্যকলহে বিএলও বাদ দিলেন জীবিত স্ত্রীর নাম

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : দাম্পত্যকলহের জেরে প্রায় দেড় বছর আগে স্বামীর ঘর ছেড়েছেন স্ত্রী। সমস্যা থানা-পুলিশ এবং আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে কোনওভাবেই 'শিক্ষা' দিতে না পেরে এবার তাঁকে 'মৃত' দেখিয়ে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কর্মরত এক বিএলওর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পিচ্কি গ্রামে। মহিলার নাম টুম্পা দাস মণ্ডল। তিনি লিখিত আকারে সাগরদিঘির বিডিও, জঙ্গিপুরের মহকুমাশাসক এবং মুর্শিদাবাদ জেলাশাসককে জানিয়েছেন।

বিডিও সিতাংশুনাথ চক্রবর্তী বলেন, ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি প্রকৃতপক্ষেই মৃত দেখিয়ে ওই মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই মহিলার স্বামী এসআইআর শুরুর আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও। তাই ধরেই নিচ্ছি এসআইআর শুরু হওয়ার আগেই ওই মহিলাকে মৃত দেখিয়ে তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বিডিও আরও জানান, এআরও-র তরফ থেকে ওই বিএলও-কে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হচ্ছে। উত্তর পাওয়ার পরেই যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে। ওই মহিলাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কীভাবে ফের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে পারবেন। প্রায় ১২ বছর আগে সুতির ঔরঙ্গাবাদ-কদমতলা এলাকার টুম্পার সঙ্গে বালিয়ার প্রভাকরের বিয়ে হয়। প্রভাকর পিচ্কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্যারা টিচার। এসআইআর-এর কাজ শুরু হতেই নিজের নাম রয়েছে কিনা তা দেখতে গিয়ে দিন চারেক আগে টুম্পা জানতে পারেন কমিশনের খাতায় তিনি মৃত। জানতে পারেন, বিএলও হিসেবে কর্মরত স্বামী প্রভাব খাটিয়ে নাম বাদ দিয়েছেন। অভিযুক্ত বিএলও-র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অভিযোগপত্র হাতে টুম্পা দাস মণ্ডল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গড়বেতা ২ ব্লক প্রশাসন ও গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির নেশামুক্তি অভিযান কর্মসূচিতে শুক্রবার কিয়ামাচা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সচেতন করলেন বিডিও দেবঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে

আমার বাংলা
22 November, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

কয়লা খনন, বালিপাচার দুর্গাপুরে ইডি-অভিযান

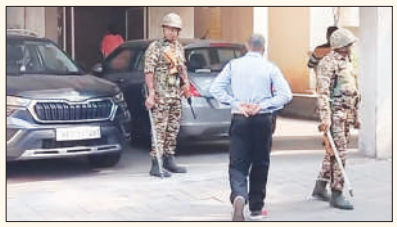

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অবৈধ কয়লা খনন, চোরাচালান এবং সেই কারবারে টাকাপাচারের ঘটনায় শুক্রবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের ২২ এবং ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ১২টি স্থানে একযোগে অভিযান চালায় ইডি। সকাল থেকেই আসানসোল ও দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্থানে চলে অভিযান। দুর্গাপুর বিধাননগরের শালানপুরিয়ায় আবাসনে সুশান্ত গোস্বামীর বাড়ি ভোর থেকে তল্লাশি চালায় ইডি। সুশান্ত কয়লামাফিয়া নারায়ণ খড়্কার অফিসে কাজ করেন কিনা সেই বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। আসানসোলে কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ি এলাকার ডুবুরদিহি চেকপোস্টের কাছে কয়লা সিন্ডিকেটের অফিসেও অভিযান চালানো হয়। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি, আর্থিক লেনদেন এবং ডিজিটাল প্রমাণ খতিয়ে দেখা হয়। এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের বাড়ি, অফিসেও অভিযান চলে। ইডির অন্য একটি দল সকালে পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি গ্রামের ডোনাপাড়ায় যুধিষ্ঠির ঘোষের বাড়িতে ভোর থেকে অভিযান চালায়। সূত্রের খবর, যুধিষ্ঠির ঘোষ আগে অবৈধ কয়লা ব্যবসা সম্পর্কিত একটি মামলায় জেল খেটে বর্তমানে জামিনে আছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে অজয় নদীর বিভিন্ন ঘাট থেকে অবৈধ বালি উত্তোলন এবং পাচারে জড়িত যুধিষ্ঠির।

সাহিত্য সম্মেলন

প্রতিবেদন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলাপ্রসাদ সিনহা মেমোরিয়ালে বনানী পত্রিকার আয়োজনে সারাদিনের সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল রবিবার। গুণিজন সংবর্ধনার পাশাপাশি কবি ও শিশুসাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করা হয় প্রয়াত কবি ও শিশুসাহিত্যিকদের নামে। পুরস্কার প্রাপকদের সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। আধুনিক বাংলা কবিতায় অবদানের জন্য আটের দশকের বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক-সম্পাদক ড. অজিত ত্রিবেদীকে সম্মানিত করা হয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কারে। বিভিন্ন জেলার কবিরা স্বরচিত কবিতা-ছড়া ও গল্পপাঠ করেন।

পুজো সম্মান

প্রতিবেদন : মধ্যমগ্রামের নজরুল মঞ্চে সম্প্রতি একটি নিউজ পোর্টালের তরফে পুজো পরিক্রমা ২০২৫ ও দীপ সম্মান পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিশ্বমাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসতের তৃণমূল কমিশনার অরুণ ভৌমিক, দেবব্রত পাল ও ডাঃ সুমিত সাহা-সহ ডাঃ কৌশিক চৌধুরি, অতনু সাপুই, শ্যামলকুমার দাস, ধীমানচন্দ্র দেবনাথ, প্রবাল চক্রবর্তী, শাশ্বতী দাস প্রমুখ। বারাসত ও মধ্যমগ্রাম এলাকার ১২টি পুজো কমিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরার পুরস্কার পায়। সঞ্চালক ছিলেন রবীন সামন্ত ও সংস্থার কর্ণধার পীযূষ মজুমদার।

কৃষ্ণনগরে ফার্মাসিস্টদের সভায় 'সার' নিয়ে মন্ত্রী শশীর কড়া মন্তব্য

ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কাড়ার ফন্দি

সংবাদদাতা, নদিয়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তৃণমূলের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের নদিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে জাতীয় ফার্মাসিস্ট সপ্তাহ পালন হল কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী ও মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা কড়া ভাষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এত দ্রুত রাজ্যে এসআইআর বলবৎ করার চেষ্টা দেখে আমরা হতবাক। এর মধ্যেই এসআইআর-আতঙ্কে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এর মাধ্যমে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যাঁদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় এল তারপর তাঁদেরই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আপনি ভোটার কিনা বকলমে আপনি নাগরিক কিনা জানান। একটা বড় ষড়যন্ত্র চলছে বাংলার বিরুদ্ধে। শুক্রবার জাতীয় ফার্মাসিস্ট সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে প্রোগ্রেশিপ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেমিনারের আয়োজন হয় রবীন্দ্র ভবন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শশী পাঁজা। পরে সেমিনার, পুরস্কার বিতরণ এবং ফার্মাসিস্ট ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে যোগদানকারী বিভিন্ন মানুষকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কাবেরী বড়াল, নদিয়া জেলার সভাধিপতি তারান্নাম সুলতানা মীর, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা-সহ সংগঠনের অন্য পদাধিকারীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শশী পাঁজা জানান, ফার্মাসিস্টরা সব বিষয়ে যেভাবে স্বাস্থ্য বিভাগকে সাহায্য করে চলেছেন তাকে স্বাগত। করোনা থেকে শুরু করে গ্রামীণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এককথায় মানুষের ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা হলে ডাক্তারকে না পেলে প্রথম ওষুধের দোকানে গিয়েই ফার্মাসিস্টের সাহায্য নেন। তৃণমূল স্তরে ফার্মাসিস্টরাই মানুষের কাছে ডাক্তার। এর পরেই তিনি 'সার' নিয়ে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন।

কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে অন্যদের সঙ্গে অনুষ্ঠান-সূচনায় মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

সবজির দামবৃদ্ধি, ডিএমের নির্দেশে বাজারে টাস্ক ফোর্স

নিয়ামতপুর বাজারে দাম খতিয়ে দেখছে টাস্ক ফোর্স।

সংবাদদাতা, আসানসোল : ফের বাজারে সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী। আলু, বেগুনের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে শীতকালীন সবজির দামও বেশ বেড়েছে। ফলে টান পড়েছে মধ্যবিত্তের পকেটে। পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের নির্দেশে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবার বরাকর, কুলটি ও নিয়ামতপুর বাজারে হানা দিলেন। তাঁরা বিভিন্ন দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ চালান সবজির দাম সম্পর্কে। তবে আধিকারিকদের বক্তব্য, খবরে যেভাবে প্রচার হয়েছে তার সবটাই ঠিক নয়। সবজির দাম নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। দু-একটি সবজির দাম কেন বেড়েছে তা অবশ্য খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

নাবালিকা গণধর্ষণে অভিযুক্ত ৪ নাবালক ছাত্র-সহ ৬ জন ধৃত

আউশগ্রাম

প্রতিবেদন : পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় বান্ধবীর সঙ্গে দোকানে যাওয়ার পথে ওই নাবালিকাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। তবে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে বৃহস্পতিবার রাতেই। শারীরিক পরীক্ষার জন্য নির্যাতিতাকে বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় দায়ের হয়েছে মামলা। বান্ধবীর সঙ্গে দোকানে যাওয়ার পথ আটকায় ধৃত ৬ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তার পরে ৬ জন মিলে নাবালিকাকে পাশের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কাউকে কিছু জানালে ফল ভাল হবে না বলে হুমকিও দিয়েছিল অভিযুক্তরা। লাগাতার নির্যাতনে অসুস্থ পড়েও বাড়ি ফিরে লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি ওই নাবালিকা। দুদিন আগে স্কুলের এক বান্ধবীকে গোটা ঘটনা খুলে বলে সে। তার পরেই বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে। বান্ধবী জানায় স্কুলের এক শিক্ষককে। তিনি বিষয়টা নাবালিকার পরিবারকে জানান। এর পরেই তাঁরা বৃহস্পতিবার রাতেই আউশগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের ৪ জন নাবালক এবং স্কুলপড়ুয়া। আউশগ্রাম থানার এক পুলিশকর্তা জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতেরা নির্যাতিতার চেনা কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিষ্ণুপুর লালবাঁধে প্রৌঢ়র দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : শুক্রবার সাতসকালে বিষ্ণুপুরের লালবাঁধের জল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। সকালে স্থানীয় প্রাতর্ভ্রমণকারীরা যাটোর্ধ্ব ওই ব্যক্তিকে লালবাঁধের জলে ডুবে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দেন। বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের উপস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা নৌকা নামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেহ উদ্ধার করেন। ঘটনাটি নিছক আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ।

শীতের শুরুতেই মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে পরিযায়ী পাখির ঢল

প্রতিবেদন : বাংলায় ধীর গতিতে আসছে শীত। আর তার প্রায় শুরুতেই নবাবি শহর মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে হাজির হাজারো পরিযায়ী পাখি। আর তার টানে সেখানে জড়ো হচ্ছেন ভিড় পর্যটকেরাও। হালকা শীতেই মুর্শিদাবাদ থানার ঐতিহাসিক মতিঝিলে পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে ঝাঁক বেঁধে আসতে শুরু করেছে। ঝিল ও সংলগ্ন ডাঙায় ঘাঁটি গেড়েছে শীতের অতিথিরা। তাদের কলতানে সরগরম এখন মতিঝিল ও সংলগ্ন এলাকা। পাখি দেখতে দিনভর ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা-সহ স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন। পরিযায়ী পাখিরা আসতেই এলাকায় চোরাশিকারিদের আনাগোনা বাড়ছে। তবে এই চোরাশিকারিদের রুখতে ঝিলের চারিদিকে নজরদারি শুরু করেছেন স্থানীয়রা। মুর্শিদাবাদের পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর

জানান, বিষয়টি শুনেছি। তবে ওই ১ ওয়ার্ডের স্থানীয় মানুষ এখনও চোরাশিকার নিয়ে অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলেই পরিযায়ী পাখিদের রক্ষায় কড়া ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে নবাবি স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন মতিঝিল মসজিদের সামনেই রয়েছে প্রায় সাড়ে ৬শো বিঘে জায়গাজুড়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি এই ঝিল। এটি নবাব আলিবর্দি খাঁর বড় জামাই নওয়াজেস খাঁ খনন করেছিলেন। নবাবি আমলে মোতি বা মুক্তো চাষ হত বলেই এটি মতিঝিল নামে পরিচিত। বেশ কয়েক দশক ধরে ঝিলটি পরিচর্চা ও সংস্কারের অভাবে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছিল। শীতে দেখা মিলত না পরিযায়ী পাখিদের। কিছু এলেও দু-একদিন বাদে অন্যত্র উড়ে চলে যেত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ঝিল সংলগ্ন জমিতে অত্যাধুনিক পার্ক গড়ে তোলে। ঝিলটিরও সংস্কার করা হয়। ফলে অনুকূল পরিবেশ ফিরতেই ফের কয়েক বছর ধরে শীতে পরিযায়ী পাখির দল আসছে। স্থানীয়দের মতে, এ বছর পাখিরা আগাম আসা শুরু করেছে। ওদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তাই সবাই মিলে নজরদারি চালাই।

১০
২২ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

22 November, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেলের টালবাহানায় থমকে আন্ডারপাশ নির্মাণ, উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জ পুরসভা

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

কমেনি যানজট। ভোগান্তি বেড়েছে মানুষের। দায়ী রেল। কারণ তিনবছর ধরে রেলের টালবাহানায় এখনও তৈরি হল না আন্ডারপাশ, ফ্লাইওভার। অথচ বিজেপি সাংসদ সম্প্রতি শহরের উন্নয়নের জন্য এবং যানজট নিরসনে রায়গঞ্জে আন্ডারপাস এবং ফ্লাইওভার নির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসার বার্তা দিয়েছিলেন। উন্নয়ন না পেয়ে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। রাজ্য সরকারের তরফে এনওসি নেই এমন মিথ্যের প্রচারও করছেন। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করতে রায়গঞ্জের পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস তুলে ধরেন বেশ কিছু তথ্য। এদিন পুর প্রশাসক জানান, ২০২২ সাল থেকে রায়গঞ্জ পুরসভা শহরবাসীর কথা ভেবে কাটিহার রেল ডিভিশনে রায়গঞ্জ দুটি সাবওয়ে এবং ফ্লাইওভার তৈরির জন্য আবেদন জানিয়ে আসছে। ডিআরএম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও রেলের তরফ থেকে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কেন বাস্তবায়িত হল না প্রকল্প? সে বিষয়ে এদিন পুর প্রশাসক জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সব সময় রাজনৈতিক মতভেদের ঊর্ধ্বে কাজ করেন, পরিষেবা মানুষকে পৌঁছে দেন । অথচ কেন্দ্রের রেল তা করছে না। বরং রায়গঞ্জবাসীকে চরম সমস্যায় জর্জরিত রেখেছে। এদিন তিনি জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ শহরের শক্তিনগর এবং রায়গঞ্জ স্টেশনের পূর্ব দিকে মোট দুটি সাবওয়ে নির্মান এবং পুরনো জাতীয় সড়কের জায়গায় ফ্লাইওভার নির্মাণের আবেদন জানানো হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এবং তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও চিঠি দিয়েছিলেন। অথচ রেলের তরফে ২০২২ সালের ২৮ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসককে জানানো হয়েছিল রায়গঞ্জের প্রাণকেন্দ্র শনি মন্দির এলাকায় অবস্থিত রেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। সে-সময় রেলের ওই আবেদনে জেলাশাসক যদি এনওসি দিয়ে দিতেন তবে সাধারণ মানুষ আরও সমস্যায় পড়তেন। যেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেখানে কেন্দ্র রাজ্যের এনওসির কথা বলে মানুষকেই বিভ্রান্ত করছে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে অবিলম্বে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন বলেও জানান তিনি। ডিআরএমকে পাঠানো পূর্বের এই সমস্ত চিঠি সোমবারের মধ্যে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বর্তমান জেলাশাসককে দেবেন বলেও জানান তিনি।

■ নিত্য যানজটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

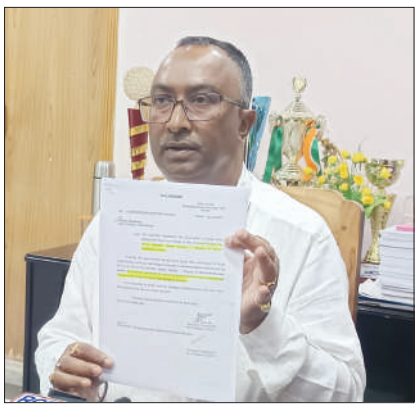

■ তিন বছর আগে রেলের কাছে আবেদন করা কাগজ দেখালেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস।

দুই বিএলএকে মারধরে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

■ ধৃত বিজেপি নেতা নির্মল দাস।

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : এসআইআরের ফর্ম পূরণের সময় গত বৃহস্পতিবার সকালে ভগবানপুরের জলিবার্ড ৩৮ নং বুথে বিজেপির দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তৃণমূলের বিএলএ-২ পবিত্র সাউ ও তাঁর সহযোগী দেবব্রত মাইতি। সেই ঘটনায় এবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক বিজেপি নেতা। নাম নির্মল দাস। পেশায় শিক্ষক হলেও ভগবানপুর-৪ মণ্ডল বিজেপির সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে দুর্গাপুর এলাকা থেকে ভগবানপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। শুক্রবার তাঁকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন নাকচ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় জড়িত অপর দুই বিজেপি নেতা হরিপদ দাস ও বাবুলাল কান্ডার এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা বলেন, এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। আমরা মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই করছি। তাই ওরা হিংসার রাজনীতি করছে। আমরা এই মারধরের ঘটনায় জড়িত সকলের শাস্তির দাবি জানাই।

সাড়াই মিলল না, বাতিল করতে হল রাজ্যপালের ডাকে গণবিবাহ

প্রতিবেদন : বিজেপির প্ররোচনায় রাজ্যপাল শুক্রবার নেমেছিলেন জনসংযোগে। লঞ্চ ভাড়া করে কিছু শিল্পীদের নিয়ে কখনও নাজিরগঞ্জ হয়ে সাঁকারইল হাইস্কুলে, আবার কখনও বজবজের গ্রামে। তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়। রাজ্যপাল এসব করুন। তাতে যদি মনে হয় ভেসে যাওয়া বিজেপি খড়কুটো পাচ্ছে তাহলে তাই করুন। তৃণমূলের জমিটা অত নরম নয়। ভিত্তি হলেন মানুষ, মানুষের সমর্থন। লঞ্চে ফেরার পথে নাচ-গান হল, ভুড়িভোজ হল। তিনি নাচলেনও। বোঝানোর চেষ্টা আমি তোমাদের লোক। কিন্তু এত চেষ্টা করেও মানুষের সাড়া কোথায়! ঘোষণা হয়েছিল রবিবার রাজভবনে গণবিবাহের কর্মসূচি হবে। কিন্তু রবিবারের যে কর্মসূচি হাতে পাওয়া গিয়েছে, তাতে গণবিবাহের উল্লেখ মাত্র নেই। খবর বলছে, আসলে রাজ্যপালের ডাকে কেউ সাড়া দেননি। একটি আবেদনও জমা পড়েনি। কেন্দ্র মনোনীত আনন্দ বোস আশা করি বুঝতে পারছেন কোন মাটিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষ কাদের চায়।

ভোটার তালিকায় নামে গরমিলে বৃদ্ধের ভোগান্তি

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ভোটার লিস্টে নামের গরমিলকে কেন্দ্র করে ভগবানগোলায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, এলাকার এক বৃদ্ধ বহুদিন ধরেই সরকারি নথিপত্রে পরিচয় ও নামের ঠিক বানান সংশোধনের জন্য একাধিকবার আবেদন করলেও তা সংশোধন করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত সেই ভুলের জেরেই চরম দুর্ভোগে পড়তে হল তাঁকে। বৃদ্ধের পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নামের বানান ভুল থাকায় বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ঘটনার খবর ছড়াতেই এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। দ্রুত তদন্ত ও সংশোধনের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা সরব হন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঠিক কোথায় ভুল হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভবানগোলায় উত্তেজনা রয়েছে।

কারখানায় দুর্ঘটনায় মৃত ২ শ্রমিক

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : খড়্গপুর গ্রামীণ থানার অন্তর্গত কলাইকুন্ডায় একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করার সময় মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের, শুক্রবার। মৃতদের নাম চন্দন অধিকারী (২৭) ও ধনঞ্জয় মিদ্যা (৩৭)। চন্দনের বাড়ি গোকুলপুর এলাকায়, আর ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কারখানার উপরের অংশে কাজ করছিলেন দুই শ্রমিক। কীভাবে তাঁরা নিচে পড়ে যান, তা স্পষ্ট নয়। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন খড়্গপুর গ্রামীণ বিধানসভার বিধায়ক দীনেন রায়। তিনি বলেন, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কী কারণে শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে তা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। শনিবার দুই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা।

পাশে দাঁড়াল তৃণমূল

■ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দুলাল রায়ের। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল দল। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃতের বাড়িতে যান জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশে থাকার কথা দেন।

যাবজ্জীবন সাজা

■ পুলিশ দ্রুত চার্জশিট দেওয়ায় বিচার পেল নাবালিকা নির্যাতিতা। দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল মালদহ জেলা আদালত। ২০২২ সালের এক ভয়াবহ ঘটনার জেরে রায়হান শেখ নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল আদালত। পাশাপাশি অনাদায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২৭ মার্চ নাবালিকার বাড়িতে ঢুকে তার হাত-পা বেঁধে নির্যাতন চালায় অভিযুক্ত। নাবালিকার বাবার সঙ্গে লেবারের কাজ করত রায়হান।

আতঙ্কিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দুর্গম পথ পেরিয়ে পৌঁছলেন বিডিও

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : এসআইআর-এর কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে এবং বিএলও-দের উৎসাহ দিতে এবার সরাসরি মাঠে নামলেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার। বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা নদীর বাহির চড়, যেটি চারদিক দিয়ে নদী দ্বারা ঘেরা, সেই দুর্গম এলাকায় পৌঁছতে শুক্রবার দুপুরে ট্রাক্টরের টলিতে চেপেই তিস্তা পেরোলেন তিনি ও তাঁর প্রশাসনিক টিম। এই বাহির চড়ের বুথে যেতে দীর্ঘদিন ধরেই বিএলও-কে নদী সাঁতরে যেতে হয়। যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিতভাবে এসআইআর-এর কাজ চালিয়ে আসছেন। তাই তাঁর কাজের চাপ কমানো এবং মনোবল বাড়াতেই এদিন বিশেষ উদ্যোগ নেয় ব্লক প্রশাসন। এলাকায় পৌঁছে বিডিও নিজেই ফর্ম ফিল-আপ, ফর্ম সংগ্রহ-সহ একাধিক কাজে হাত লাগান। সেইসঙ্গে স্থানীয় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সঠিকভাবে ফর্ম পূরণের বার্তা দেন। বিডিও মিহির কর্মকার জানান, সাধারণ মানুষ যাতে এসআইআর ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে ভুল না করেন এবং বিএলও-দের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। তাই আমরা আজ টিম নিয়ে এই এলাকায় এসেছি।

প্রসঙ্গত, এসআইআর সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিটেমাটি হারানোর ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন অনেকে। অতিরিক্ত কাজের চাপেই একের পর এক বিএলওর প্রাণ যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিএলও ও সাধারণ মানুষের মনোবল বাড়াতে বিডিওর এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্লাসে শিক্ষকের মারধর এবং হেনস্থার শিকার হয়ে আত্মঘাতী হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনাটি রেওয়া জেলার একটি স্কুলে। ছাত্রীর বাড়িতে নিজের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তার ঝুলন্ত দেহ। সুইসাইড নোটে অভিযোগ করেছে, স্কুলের এক পুরুষ শিক্ষক তাকে মারধর করেছে

দিল্লি দরবার

১১
২২ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

অমানুষিক কাজের চাপ

এবার মোদিরাজ্যে আত্মঘাতী বিএলও

আমেদাবাদ: রাজস্থানের পরে এবার গুজরাত। এস আই আরের কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক শিক্ষক। বিএলও-র দায়িত্বে ছিলেন তিনি। নাম অরবিন্দ মুলজি ভাধের। সুইসাইড নোটে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এসআইআরের কাজের প্রবল চাপ তিনি আর নিতে পারছেন না। ৪০ বছরের এই শিক্ষকের আত্মহত্যার খবরে প্রবল ক্ষোভ দেখা দিয়েছে মোদিরাজ্যের বিএলও মহলে। ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের গির সোমনাথ জেলার কোডিনাথ এলাকায়। শুক্রবার সকালে কোডিনারের একটি প্রাথমিক স্কুলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই শিক্ষক। মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে একটি চিঠিও লিখেছেন তিনি। লিখেছেন, এসআইআরের কাজ আমার পক্ষে আর করা সম্ভব হচ্ছে না। গত কয়েকদিনের প্রবল চাপে আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তুমি নিজের ও সন্তানের জন্ম নিও। আমি তোমাদের দুজনকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু আমার কাছে এখন আর কোনও বিকল্প নেই। বাধ্য হয়েই এই কাজ করতে হচ্ছে আমাকে। লক্ষণীয়, বুধবারই গেরুয়া রাজস্থানের মাধোই জেলায় কাজের চাপে হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছিল হরিরাম নামে ৪০ বছরের এক বিএলওর। গুজরাতের খেদায় এর আগে এক বিএলওর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

মারাঠি না বলায় ট্রেনে আক্রান্ত পড়ুয়া, অপমানে আত্মঘাতী

মুম্বই: বিজেপির মহারাষ্ট্রে হিন্দি-মারাঠি বিবাদের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক কলেজ পড়ুয়া। মারাঠি বলতে না পারায় চলন্ত ট্রেনে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার হন ওই কলেজ পড়ুয়া। শারীরিক নিগ্রহ আর তীব্র অপমান সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ফিরে আত্মঘাতী হলেন ওই ছাত্র। অত্যন্ত লজ্জাজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের কাছে থানের কল্যাণপূর্বের তিসগাঁও নাকা এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রেনে করে মুলুন্ডে তাঁর কলেজে যাচ্ছিলেন তিনি। ট্রেনের মধ্যেই হিন্দি-মারাঠি ভাষা নিয়ে শুরু হয় তর্কাতর্কি। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অর্ণব খাইরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ৪-৫ জন যাত্রী। কিন্তু তর্কের সূত্রপাত কোথায়? ট্রেনের এক সহযাত্রীকে হিন্দি ভাষায় সামনে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন অর্ণব। এতেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আশপাশের ৪-৫ জন যাত্রী প্রচণ্ড মারধর শুরু করে অর্ণবকে। পুরো ঘটনাটি ঘটে কল্যাণ এবং থানে স্টেশনের মাঝে। মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত অর্ণব থানে স্টেশনে নেমে মুলুন্ডে যাওয়ার আর একটি ট্রেনে ওঠে। কলেজে পড়াশোনায় মন দিতে না পেরে দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে সবকিছু জানায় বাবাকে। সন্ধ্যায় নিজের শোয়ার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় অর্ণবকে।

গর্বের তেজস ভূলুণ্ঠিত দুবাই বিমানবন্দরে

এয়ার শো-র মাঝেই ভেঙে পড়ল ভারতীয় বিমান বাহিনীর তেজস

মৃত্যু পাইলটের

দুবাই: যে তেজস যুদ্ধবিমান নিয়ে আত্মম্ভরিতায় ফেটে পড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, সেই তেজসই বিদেশের মাটিতে ভেঙে পড়ল এয়ার শো করতে গিয়ে। মৃত্যু হল পাইলটের। শুক্রবার আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই এয়ার শো চলছিল। আচমকাই তেজস যুদ্ধ বিমানটি দ্রুত বেগে আছড়ে পড়ে মাটিতে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণের পরেই ধরে যায় আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। বেজে উঠে সাইরেন। ভারতে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমানের এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্যকিরণ অ্যারোব্যাটিক টিম। বায়ু সেনার পক্ষথেকে জানানো হয়েছে দুপুর ২.১০ মিনিট নাগাদ দর্শকদের সামনেই ঘটেছে যায় ঘটনা। তদন্তে গঠন করা হয়েছে অনুসন্ধান কোর্ট। বিশ্বের বৃহত্তম এয়ারশোগুলির মধ্যে একটি দুবাই এয়ারশো। এই বছর এটি ১৭ নভেম্বর শুরু হয়েছে এবং এটি ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। এদিন দুবাই এয়ার শোর শেষ বিকেলের ডেমো চলাকালীন 'হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড' (হ্যাল)-এর তৈরি যুদ্ধবিমানটি তেজস 'এয়ার শো'-এ উপস্থিত জনতার জন্য প্রদর্শনী উড়ান দিচ্ছিল। ভারতীয় যুদ্ধবিমান তেজস ভেঙে পড়ে। ১৫০০ জনেরও বেশি দর্শক শো-টি দেখছিলেন। সাময়িকভাবে বন্ধ করে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। বিমানবন্দর চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

'হ্যাল'-এর তৈরি 'তেজস' বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধবিমান। তেজস সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমান। আধুনিকতম সংস্করণ 'তেজস মার্ক-১এ' নাসিকে হ্যাল-এর কারখানায় তৈরি হচ্ছে। আকাশ থেকে আকাশ এবং আকাশ থেকে ভূমি-২টি ক্ষেত্রেই হামলা চালাতে দক্ষ তেজস।

শুক্রবার বায়ুসেনার তরফে স্বীকার করা হয়েছে, পাইলটের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। দুবছরে মধ্যে দ্বিতীয়বার ভেঙে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান। গত বছরের মার্চে রাজস্থানের জয়সলমেরের কাছে ভেঙে পড়েছিল বিমান। সেই সময় দুর্ঘটনার আগেই বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন পাইলট। কিন্তু এবার আর সেই সুযোগ হয়নি।

২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস সংসদে

শীতকালীন অধিবেশনে একগুচ্ছ বিল

নয়াদিল্লি: আগামী ২৬ নভেম্বর সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে পালিত হবে সংবিধান দিবস। এবারে সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে আসতে পারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল। এর মধ্যে রয়েছে জনবিশ্বাস সংশোধনী বিল। গত ৮ আগস্ট লোকসভায় পেশ হয়েছিল বিলটি। পরে সেটিকে পাঠানো হয় সিলেক্ট কমিটিতে। আসতে পারে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কক্রাপটসি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যেটি লোকসভায় পেশ হয়েছিল গত ১২ অগাস্ট। আসার কথা দ্যা কনস্টিটিউশন (১৩১ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিলও পেশ করার কথা শীতকালীন অধিবেশনে। এছাড়া প্রস্তাবিত বিলগুলির মধ্যে আছে মণিপুর গুড অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, দ্যা রিপিলিং অ্যান্ড অ্যামেন্ডিং বিল, দ্যা নেশন্যাল হাইওয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, দ্যা অটোমিক অনার্জি বিল, দ্যা করপোরেট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-সহ একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিল।

কমিশনকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি : এসআইআর কি স্থগিত রাখা সম্ভব? জানতে চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে কেরল সরকার আবেদন জানিয়েছিল সেখানের পুরসভা ও পঞ্চায়েতের ভোট পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন। শুক্রবার বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়।

'হাঁটি হাঁটি পা পা', গোয়া চলচ্চিত্র উৎসবে রুক্মিণী

গোয়া: বাবা-মেয়ের সম্পর্কের গল্প অর্ণব মিদ্যার 'হাঁটি হাঁটি পা পা'। মুক্তির আগে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী ও রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত এই ছবি। আর সেই কারণেই গোয়া উড়ে গেলেন নায়িকা রুক্মিণী। ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ায় চলবে এই চলচ্চিত্র উৎসব।

বৃদ্ধ বাবা ও তাঁর মেয়ের সম্পর্কের রসায়নের ছবি 'হাঁটি হাঁটি পা পা'। কিছুদিন আগেই এই ছবির ট্রেলার ও পোস্টার লঞ্চের জমজমাট অনুষ্ঠান হয় ফ্লোটেলে। অনুষ্ঠানে চিরঞ্জিৎ-রুক্মিণী ছাড়াও ছিলেন অঞ্জনা বসু, তুলিকা বসু, সন্দীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযোজক অরুণাভ মিদ্যা-

সহ অন্যান্যরা। একজন তরুণী এবং তাঁর বৃদ্ধ বাবার গল্প বলে 'হাঁটি হাঁটি পা পা'-যাঁরা পারিবারিক গতিশীলতার সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। সমসাময়িক শহুরে পটভূমিতে নির্মিত এই ছবি নিঃশর্ত প্রেম, কর্তব্য, একাকীত্ব এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের বন্ধনের গল্প বলে যা পরিবারগুলিকে আবদ্ধ করে রাখে। এই ছবিতে প্রধান চরিত্র বাবা ও মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রুক্মিণী এবং চিরঞ্জিৎ। এছাড়াও রয়েছেন অঞ্জনা বসু, তুলিকা বসু, সন্দীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশিকা দে, স্বাগতা বসু, সায়ন ঘোষ এবং মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রণজয় ভট্টাচার্য এবং অনির্বাণ অজয় দাস। ছবিটি ২৮ নভেম্বর মুক্তি পাবে।

তার আগে গোয়া চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে এই ছবি। সেই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যেই গোয়া উড়ে গেলেন রুক্মিণী।

দিল্লি বিস্ফোরণ, জম্মু-কাশ্মীর থেকে গ্রেফতার স্লিপার সেলের মাস্টার কিং

নয়াদিল্লি: জম্মু-কাশ্মীর থেকে গ্রেফতার মৌলবি ইরফান গাজোয়াল উল হিন্দের সক্রিয় স্লিপার সেলের মাস্টার কিং। ২০২১ সাল থেকে উপত্যকায় আনসার গাজোয়াত উল হিন্দ টেরর মডিউলের সক্রিয় স্লিপার দায়িত্বে ছিল এই জঙ্গি। তদন্ত করে জানতে পেরেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। জৈশের কমান্ডারের দের সঙ্গে মৌলবি ইরফানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। কিভাবে গাজোয়াত উল হিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ইরফানের? গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, ২০০৭ সাল থেকে ইরফান দারুণ উলুম বিলারিয়ায় প্রথম কট্টরপন্থীদের সংস্পর্শে আসে। সেখান থেকেই পড়াশোনা। ২০০৯ থেকে ১৬ পর্যন্ত কাশ্মীরে সোপিয়ার মুফতি আয়ুব থেকে শিক্ষালাভ করে। ২০২১ থেকে সক্রিয় ভাবে গাজোয়াল উল হিন্দের তিন কমান্ডার সঙ্গে সন্ত্রাসমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় ইরফান। এখানেই মোজাম্মিল ও আদিলের সঙ্গে পরিচয় হয় ইরফানের। এই তিন জন জঙ্গি চিকিৎসক একসাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র জাল বুনতে শুরু করে।

শাসন ক্ষমতায় বিজেপি-নীতীশ আবার ফিরতে না ফিরতেই জঙ্গলরাজ বিহারে। পশ্চিম চম্পারণে বিকাশশীল ইনসান পার্টির নেতা কামেশ্বর সাহানিকে শুক্রবার গুলি করে মারল মোটরবাইকে আসা ৩ দুষ্কৃতী

হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি, বাংলাদেশে ভূমিকম্পে হত ১০, জখম প্রায় ৫০

ঢাকা: ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বাংলাদেশে। প্রাণ হারালেন অন্তত ১০ জন। শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪ জনের। শুক্রবার সকালে বাংলাদেশে যে তীব্র ঝাঁকুনি হয়েছে তা সম্প্রতিক কালে সর্বোচ্চ বলে মনে করছেন ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রস্থল নরসিংদীর মাধবদী। এদিন সকাল ১০.৩৮ মিনিট নাগাদ আচমকাই কেঁপে উঠে ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বেশকিছু অঞ্চল। মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫.৭। ৬জনের মৃত্যু ছাড়াও আহত অন্তত

৫০ জন। ঢাকার কসাইটুলি এলাকায় একটি বহুতলের রেলিং ভূমিকম্পের কারণে ধসে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে ৩ পথচারীর। মৃতদের মধ্যে একজন ডাক্তারি পড়ুয়াও রয়েছেন। কলকাতা-সহ আশপাশের এলাকাতেও অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্প। ঢাকা-সহ চাঁদপুর, নীলফামারী, সীতাকুণ্ড, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালি, বগুড়া, বরিশাল, মাগুরা, মৌলভিবাজার থেকে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসে মানুষ। ভূকম্পন কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলই ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে অতন্ত স্পর্শকাতর এলাকা। যেকোনও সময় ঘটতে পারে আরও বড় বিপর্যয়।

পাকিস্তানের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ, বিষাক্ত গ্যাসে মৃত ১৫

ইসলামাবাদ: গ্যাস লিক অসুস্থ হয়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হল অন্তত ১৫ জনের। পাক-পাঞ্জাবের ফয়জলাবাদ জেলার মালিকপুর এলাকায় শুক্রবার আচমকাই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে একটি রাসায়নিক কারখানায়। প্রায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১৫ জনের। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে আরও অনেকে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে। ৫ সদস্যের একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিউন ফেডারেশন। কারখানার নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না করার ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে গ্যাস লিকেজ থেকেই এই বয়লার বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে ধারণা করছে স্থানীয় প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট কমিশনার জানায়, নিহতদের বেশিরভাগই কারখানার পার্শ্ববর্তী বাড়ির বাসিন্দা। বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে আশেপাশের এলাকাতেও শব্দ শোনা গিয়েছে।

ভয়াবহ দূষণ, ক্লাসরুমের বাইরে খেলাধুলোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল রাজধানী দিল্লিতে

নয়াদিল্লি : ভয়ঙ্কর দূষণের জেরে দিল্লিতে স্কুলের ক্লাসরুমের বাইরে যাবতীয় কর্যকলাপে জারি করা হল নিষেধাজ্ঞা। এখন থেকে আর খেলাধুলোর ক্লাস করানো যাবে না বাইরে। কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি মেনেজমেন্টকে এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারই ভিত্তিতে স্কুলে স্কুলে নির্দেশিকা জারি করেছে দিল্লি সরকার। শীর্ষ আদালতের মতে, যাবতীয় খেলার কর্মসূচি রাখা হোক কম দূষণের মাসগুলিতে। কারণ অবস্থা এতোটাই বিপদজনক স্তরে পৌঁছেছে, যে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে শিশুদের আউটডর অ্যাক্টিভিটি মানে গ্যাস চেম্বারে রাখার সমান। আদালতের সুপ্রিম কোর্টের কঠোর মন্তব্যে হুঁশ ফিরেছে দিল্লি সরকারের। দিল্লি জুড়ে বাতাসের মান 'চরম' অবনতির ক্যাটাগরিতে নেমে যাওয়ায় রাজ্য সরকার স্কুলগুলিতে বাইরের খেলাধুলা এবং অন্যান্য কার্যকলাপ অবিলম্বে স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী পদক্ষেপের একদিন পরেই এল, এই নির্দেশ। দিল্লি-এনসিআর-এর বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট

তাদের পরামর্শে জানিয়েছে যে দূষণের মারাত্মক মাত্রার কারণে সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অবশ্যই স্থগিত রাখতে হবে। কমিশন আরও উল্লেখ করেছে যে দিল্লির বর্তমান বায়ুমান শিশুদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। কমিশনের এই নির্দেশিকা দিল্লি-এনসিআর-এর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্বীকৃত ক্রীড়া সংস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সপ্তাহে দিল্লির বাতাসের মান 'খুব খারাপ' এবং 'চরম' ক্যাটাগরির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। শুক্রবার দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩৭৩, যা কার্যত প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১১টি সিগারেট ধূমপানের সমতুল্য। সুপ্রিম কোর্ট এই ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং খেলাধুলাগুলিকে নিরাপদ মাসে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দিয়েছিল; এরপরই কমিশন-কে স্কুলগুলির জন্য নির্দেশ জারি করতে বলা হয়। আদালতকে সহায়তা করা অ্যামিকাস কিউরি মন্তব্য করেছেন যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে বাইরের কার্যকলাপ বজায় রাখা স্কুলগামী শিশুদেরকে 'গ্যাস চেম্বারে' রাখার সমান। এমনকি দিল্লি হাইকোর্টও সরকারকে এই সময়ে খেলাধুলার অনুমতি দিয়ে 'দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার' জন্য সমালোচনা করেছিল। চিকিৎসকরা বহু বছর ধরে সতর্ক করে আসছেন যে শিশুদের ফুসফুস এখনও বিকাশমান থাকায়, তারা দ্রুত শ্বাস নেওয়ায়, এবং বাইরে বেশি সময় কাটানোর কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় দূষিত বাতাসের শিকার বেশি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০-এ দীর্ঘমেয়াদি এক্সপোজার কেবল ফুসফুসের ক্ষমতা কমায় না, বরং শ্বাসযন্ত্রের বিকাশকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করতে পারে, হাঁপানি সৃষ্টি করতে পারে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করতে পারে।

রিভিউ মিটিং অভিষেকের

(প্রথম পাতার পর)

এসআইআর নিয়ে দলের নেতারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। কোন জেলার সাংগঠনিক দিকে আরও বেশি করে নজর দেওয়া দরকার তারও পর্যালোচনা হবে। মতুয়া-অধ্যুষিত এলাকা ও উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সম্ভাবনাও রয়েছে এই বৈঠকে।

৩ ভোটার ও ১ বিএলও-র মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার জেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। এদিনই পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় শীতলকুচির বিএলও ললিত অধিকারীর। তাঁর পরিবারের পাশেও দাঁড়িয়েছে সরকার। এদিনই এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে মৃত বিএলওদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেইমতো জলপাইগুড়ির শান্তিমণি এক্কা, পূর্ব বর্ধমানের নমিতা হাঁসদা ও কোচবিহারের ললিত অধিকারীর পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত চিকিৎসাধীন হুগলির বিএলও তপতী বিশ্বাসের পরিবারকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

এদিকে এদিন পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাটের বছর ৮৩-র কেসিমন বিবির মৃত্যু হয় এসআইআর আতঙ্কে। তাঁর নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল না। অথচ তিনি ২০০২-এও ভোট দিয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। ১৯৭১ সাল থেকে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে তাঁর। বেশ কয়েকদিন ধরে দুশ্চিন্তায় খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। শুধু কেসিমন বিবিই নন, তাঁর ছেলে শেখ নাসিরুদ্দিনেরও নাম নেই ভোটার তালিকায়। ভোগপুর পঞ্চায়েতের শেখ নাসিরুদ্দিন জানান, তাঁর মা ভোটার তালিকায় নাম না থাকা নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের ঠাকুরচকে বাড়ি আবুতালেব সর্দারের। তিনি বংশ পরম্পরায় বাংলার বাসিন্দা। বহু বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছেন। ২০০২-এর আগের ভোটার তালিকাতে তার নাম থাকলেও ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম নেই। কোনও অদৃশ্য কারণে তাঁর নাম ২০০২-এর তালিকায় নেই। তা নিয়ে আতঙ্কের জেরে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদেও এসআইআর আতঙ্কে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। ভগবানগোলার বাহাদুরপুরের বাসিন্দা আকালি খানের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল। এবং সঠিক নামই ছিল। কিন্তু এসআইআর-এর ফর্মে তাঁর নাম বদলে যায়। তাঁর ডাকনামটি নির্বাচনী ফর্মে চলে আসে। আর তাই নিয়েই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন আকালি। পরিবারের সদস্যরা জানান, এসআইআর ফর্ম হাতে পাওয়ার পর থেকে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান তিনি। মারণ এসআইআর গ্রাস করে তাঁকেও।

পঞ্চায়েত সদস্য বাংলাদেশি!

(প্রথম পাতার পর)

খুলে গেল বাংলা-বিরোধী দলটার মুখোশ।

স্বরূপনগরের বিথারি-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। বাবার নাম রাধাপদ মণ্ডল। ওই পঞ্চায়েতের ১০০ নম্বর বুথে গত ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। এসআইআর আবহে ফাঁস হয়ে গেল তাঁর আসল পরিচয়টাই। এই বিজেপি নেতা যে আসলে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার রুদ্রপুরের বাসিন্দা! কলারোয়ার এক বুথের ভোটার। সেখানে তাঁর নাম সুভাষ মণ্ডল। বাবার নাম রাধাকান্ত মণ্ডল। এখানেই প্রশ্ন, বাংলায় এসে বিজেপি নেতা বনে যাওয়া এই সুভাষচন্দ্র মণ্ডলরা কী করে সীমান্ত পেরিয়ে এলেন! দায় এড়াতে পারে কি অমিত শাহের মন্ত্রক? এই বিজেপিই আবার অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় বড় কথা বলে। অথচ বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে লোক ঢুকিয়ে তারাই দলের নেতা বানিয়ে রেখেছে। একটা বাংলাবিরোধী, জনবিরোধী এবং সর্বোপরি দেশবিরোধী বিজেপি এবার সমুচিত জবাব পাবে। জবাব পাবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে। এ বিষয়ে তৃণমূলের সাফ কথা, বিজেপি জেনেশুনেই সীমান্তে জোড়া পরিচয়ের লোকজনকে দলে টেনে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। নিজেদের স্বার্থে দুই দেশের পরিচয়ধারী ব্যক্তিকে পঞ্চায়েত সদস্য বানিয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্লুজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় জি বাংলায় আসছে স্নেহাশিস চক্রবর্তীর নতুন ধারাবাহিক ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’। অভিনয়ে কৌশিকী পাল এবং রাজদীপ গোস্বামী। মুক্তি পেয়েছে প্রোমো

শতবর্ষে সলিল

অন্তরা চৌধুরী এবং কবিতা কৃষ্ণমূর্তি

১৯ নভেম্বর ছিল কিংবদন্তি সুরস্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ। কলামন্দিরে আয়োজিত হয়েছে বিশেষ স্মরণ-অনুষ্ঠান। স্মৃতিচারণ এবং সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি অনবদ্য। মনে রাখার মতো। ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কিংবদন্তি সুরস্রষ্টা সলিল চৌধুরী। বাংলা, হিন্দি, মালায়লমের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। কালজয়ী হয়েছে তাঁর অসংখ্য গান। আজও মুখে মুখে ফেরে। তাঁর গানে দেখা যায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন। শচীন দেব বর্মন তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রাহুল দেব বর্মন মানতেন গুরু। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সলিল চৌধুরী সুরারোপ করেছেন বহু বেসিক অ্যালবামের গানে। তাঁর সুরে প্রচুর গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, লতা মঙ্গেশকর, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ। বাজাতেন বাঁশি, পিয়ানো, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সঙ্গীত-সৃষ্টির পাশাপাশি রচনা করেছেন গল্প, কবিতা। নাটকের সঙ্গেও একসময় ছিল যোগ।

জন্ম ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর। বুধবার ছিল তাঁর জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষে কলকাতার কলামন্দিরে ‘স্বপ্ন রঙিন সলিল সঙ্গীত’ শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আনন্দপুর সলিল চৌধুরী বার্থ সেন্টিনারি সোসাইটি। সহযোগিতায় বোরোলিন। শুরুতেই ধ্বনিত হয়েছে সলিল চৌধুরীর কণ্ঠে তাঁরই লেখা ‘একগুচ্ছ চাবি’ কবিতার আবৃত্তি। যেন জানান দিলেন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নিজের আশ্চর্য উপস্থিতি। সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে ছিলেন তিনিই। পরিবেশিত হয়েছে তাঁর সুরারোপিত বেশকিছু বাংলা এবং হিন্দি গান। বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল মঞ্চে সুসজ্জিত তাঁর ছবির দিকে। আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। তিরিশ বছর আগে, ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি যে চিরবিদায় নিয়েছেন, মনেই হচ্ছিল না।

ফেরা যাক অনুষ্ঠানের কথায়। গাছের চারায় জল দিয়ে উদ্বোধন করেছেন বেহালাবাদক-সুরকার ড. লক্ষ্মীনারায়ণ সুক্ষমণ্যম। উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, সুরকার কল্যাণ সেন বরাট, সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, সলিল চৌধুরীর দুই কন্যা অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী এবং পুত্র সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে সলিল চৌধুরীর উপর একটি বই। সেই মুহূর্তে ভায়োলিনের সুরে বেজে উঠেছিল ‘না যেও না’। তারপর ক্যালকাটা কয়্যারের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত শিল্পীরা সমবেতভাবে গেয়ে ওঠেন ‘ও আলোর পথযাত্রী’। সবমিলিয়ে অসাধারণ সূচনা। এরপর একে একে মঞ্চে আসেন বিশিষ্ট শিল্পীরা।

সংগীত পরিবেশনে কল্যাণ সেন বরাট, অন্তরা চৌধুরী, সঞ্চারী চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য

লোপামুদ্রা মিত্র শোনালেন দুটি গান। ‘প্রান্তরের গান আমার মেঠো সুরের গান আমার’ এবং ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’। পরের শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা। সলিল চৌধুরীর সুরে প্রচুর গান গেয়েছেন, সেই কথা স্মরণ করে শোনালেন ‘মন বনপাখি চন্দনা’ এবং ‘ভালোবাসি বলেই ভালোবাসি বলি না’। গান নয়, সলিল চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন অনুষ্ঠানের অতিথি স্বামী দেবানন্দ। বলেন কিছু কথা।

দুটি গান উপহার দিয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য। ‘আমার এ জীবনে শুধু’ এবং ‘যদি জানতে’। স্বপন বসু গাইলেন ‘আমি রাজনীতি-ফিতির ধার ধারি না’ এবং ‘নন্দলাল দেবদুলাল’। দুই ভাষায় গান শোনালেন রূপঙ্কর বাগচী। বাংলা গান ‘যায় যায় দিন’ এবং হিন্দি গান ‘টুটে হুয়ে খাবোমে’।

অন্তরা চৌধুরী ও সুরধ্বনির কচিকাঁচাদের নিবেদনে ছিল ‘বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু’ এবং ‘ছুক ছুক ছুক ছুক রেলগাড়ি’। গৌরব সরকার শোনালেন ‘বাজে গো বীণা’। হিন্দি গান ‘তড়প তড়প’, গৌরবের সঙ্গে গাইলেন দীপান্বিতা চৌধুরী। পরে দীপান্বিতা এককভাবে শোনালেন ‘ধরণীর পথে পথে’।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কৃষ্ণকলি’ অবলম্বনে ‘সেই মেয়ে’ রচনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী। গানটি পরিবেশন করলেন জয়তী চক্রবর্তী। পরে জয়তী শোনালেন হিন্দি গান ‘রজনীগন্ধা ফুল তুমহারা’। গিটারে ছিলেন সুনীল কৌশিক, যিনি মূল রেকর্ডিংয়ে বাজিয়েছিলেন।

সৈকত মিত্র গাইলেন হিন্দি গান ‘আহা রিমঝিম’। পরে দীপান্বিতা চৌধুরীর সঙ্গে শোনালেন ‘ইতনা না মুঝসে তু’। শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশন করেন দুটি গান— ‘কী যে করি’, ‘ও তুই নয়ন পাখি’।

এরপর মঞ্চে আসেন সুরকার শান্তনু মৈত্র। কেন সলিল চৌধুরী তাঁর পছন্দের সুরস্রষ্টা, বলেন সেই কথা। শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন হিন্দি গান ‘ও সজনা’ এবং বাংলা গান ‘কেন কিছু কথা বলো না’। সলিল চৌধুরীকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন গুলজার। কবিতাটি দর্শক-শ্রোতাদের শোনানো হয়।

শ্রীকান্ত আচার্য গাইলেন হিন্দি গান ‘কঁহি দূর যব দিন ঢল যায়ে’, ‘ম্যায়নে তেরে লিয়ে’ এবং বাংলা গান ‘আমি চলতে চলতে থেমে গেছি’। গিটারে ছিলেন সুনীল কৌশিক। দীপান্বিতা চৌধুরী ও গৌরব সরকার গাইলেন ‘জানেমন জানেমন’। সুনীল কৌশিকের গিটার বেজে উঠেছিল এই গানের সঙ্গেও।

করতালির মধ্যে দিয়ে মঞ্চে আসেন ঊষা উত্থুপ। তাঁর পরিবেশনায় ছিল ‘যত কিছু বন্ধন’ এবং ‘মুন্ন বড়া প্যারা’। পরবর্তী শিল্পী কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। জানালেন বাংলার প্রতি, বাংলা গানের প্রতি তাঁর ভাললাগার কথা। সেইসঙ্গে সলিল চৌধুরীর সুরে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতার কথাও। তাঁর নিবেদনে ছিল চারটি গান— ‘না জানে কিঁউ’, ‘না মন লাগে না’, ‘তেরে ইয়াদ’, ‘আ যা রে পরদেশি’।

শেষ দুই পরিবেশনা ছিল ক্যালকাটা কয়্যারের সম্মেলক গান এবং মমতাশঙ্কর ডান্স কোম্পানির নৃত্য। মঞ্চ নির্মাণে তরুণকান্তি বারিক। সংগীতায়োজনে বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায় এবং রকেট মণ্ডল। ভাষ্য রচনায় শুভ দাশগুপ্ত। সঞ্চালনায় দেবাশিস বসু এবং পরিতোষ সিনহা। সবমিলিয়ে সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে আয়োজিত ‘সাত রং কে স্বপ্নে’ অনুষ্ঠানটি ছিল অনবদ্য। মনে রাখার মতো।

যতক্ষণ বাইরে ছিলেন, ততক্ষণ ব্যাট হাতে নামতে পারবেন না। তাই উসমান খোয়াজা শুরুতে না এসে নামলেন চার নম্বরে

ইডেনের ছায়া পারথে, প্রথম দিনই পড়ল ১৯টি উইকেট

অ্যাসেজে বোলারদের দাপট ■ স্টার্কের ৭, স্টোকসের ৫

পারথ, ২১ নভেম্বর : ইডেনের ছোঁয়া লাগল নাকি পারথে! অ্যাসেজের প্রথম দিন ১৯টি উইকেট পড়ে গেল ২৯৫ রানের মধ্যে। কলকাতায় দু'দিনে পড়েছিল ২৬টি উইকেট। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে আড়াই দিনে। ডেনিস লিলির শহর পারথেও সেরকমই কিছু হতে পারে। অন্তত প্রথম দিনের খেলার পর সেরকমই আশঙ্কা রয়েছে।

মিচেল স্টার্ক ৫৮ রানে ৭ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে ভাঙলেন। ৩২.৫ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। প্রথম বলেই জ্যাক ক্রলি (০) স্টার্কের শিকার হয়েছিলেন। সেই স্টার্কের বলেই বেন ডাকেট (২১) ফিরে যাওয়ার পর জো রুটের দিকে তাকিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। তিনিও খাতা না খুলেই স্টার্কের বলে লাবুশেনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। এভাবেই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে অধিনায়ক বেন স্টোকস স্টার্কের মতো বিধ্বংসী চেহারা নেন। তিনি স্রেফ ৬ ওভারে ২৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। দিনের শেষে তাদের রান ১২৩-৯। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া এখনও ৪৯ রানে পিছিয়ে রয়েছে।

একসময় এই পারথের ওয়াকা মাঠে লিলি বল হাতে দাপট দেখাতেন। আগুনে গতি থাকত ওয়াকার উইকেটে। এখন পারথে খেলা হয় অপটাস স্টেডিয়ামে। যেখানে এদিন আগের মতোই গতি ও বাউন্স দেখা গেল। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও জস হ্যাজলউড চোটের জন্য এই টেস্টে নেই।

বল হাতে শুক্রবারের দুই নায়ক। বাঁদিকে মিচেল স্টার্ক। ডানদিকে বেন স্টোকস। পারথে।

কিন্তু তাঁদের অভাব বুঝতে দেননি বাঁ হাতি স্টার্ক। উইকেটের সুবিধা নিয়ে পরপর ফিরিয়ে দেন ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। অলি পোপ ৪৬ ও হ্যারি ব্রুক ৫২ রান করে পরিস্থিতি কিছুটা সামলেছেন। পরের দিকে উইকেটকিপার জেমি স্মিথ করেন ৩৩ রান। কিন্তু টপ অর্ডারের মতো ইংল্যান্ড ইনিংসের লোয়ার অর্ডারও স্টার্কের সামনে নাস্তানাবুদ হয়েছে। তাঁর পাশে দুটি উইকেট নিয়েছেন ব্রেন্ডন ডগেট। একটি উইকেট ক্যামেরন গ্রিনের।

অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল এমন সবুজ উইকেটে বল কিছুটা পুরনো হতে দেওয়া। কিন্তু দ্বিতীয় বলেই অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা জ্যাক ওয়েদারল্ডকে তুলে নেন জোফ্রা আর্চার। লাবুশেন (৯) ও স্টিভ স্মিথ (১৭) অনেকক্ষণ উইকেটে কাটিয়ে ২৮ রান যোগ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু লাবুশেনকেও এরপর ফিরিয়ে দেন জোফ্রা। মাঝখানে ট্রাভিস হেড (২১), ক্যামেরন গ্রিন (২৪) ও অ্যালেক্স ক্যারি (২৬) রান করে ফিরে যান। জোফ্রা শুরুতে ধাক্কা দেওয়ার পর স্টোকস একের পর এক আঘাত হানতে থাকেন ইংল্যান্ড ইনিংসে। মাত্র ৬ ওভারেই অর্ধেক ইংল্যান্ড ইনিংস শেষ করে দিয়েছেন তিনি।

ঘূর্ণি উইকেট দরকার নেই ভারতের : জন্টি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : ভারতের ঘূর্ণি উইকেট করার কোনও দরকার নেই। তারা পেস আক্রমণ দিয়েই প্রতিপক্ষকে অল আউট করে দিতে পারে। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে গুয়াহাটি টেস্ট। আর একটি ঘূর্ণি উইকেটের ম্যাচ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সেখানে। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার জন্টি রোডস এক অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেছেন।

একসময়ের দুনিয়া সেরা ফিল্ডার এদিন বলেছেন, উইকেট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টেস্ট ক্রিকেটে। কিন্তু ভারতের যা বোলিং তাতে তারা পেস বোলিং দিয়েই বিপক্ষকে অল আউট করতে পারে। আর দক্ষিণ আফ্রিকা হল টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০ বছরে আমরা এই একটি ট্রফিই জিতেছি। তার মানে আমরা টেস্ট খেলতে পারি। এই দলে বড় তারকা নেই। কিন্তু মাঠে নেমে ওরা কাজের কাজ করে আসতে পারে। তাই উইকেট যেমনই হোক, শক্ত লড়াই হবে। গুয়াহাটিতে লড়াই হবেই। কিন্তু ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে। আর দক্ষিণ আফ্রিকা যেমনই উইকেট পাক ঠিক লড়ে যাবে। বাভুমার নেতৃত্বে দল কিন্তু বেশ শক্তিশালী। ওরা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে।

বছরে এখন ছ'মাস ভারতে, ছ'মাস দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকেন জন্টি। ভারতে থাকেন গোয়ায়। তাঁর মেয়ের নাম রেখেছেন ভারতীয়দের নামে। তিনি বলেছেন ভারতের অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ। মেয়েদের বিশ্বকাপ ফাইনালে হরমনপ্রীতদের খেলা দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত। জন্টি ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি যে হকিরও বড় ভক্ত সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

নেতা বাভুমা, দলে ডি'কক

জোহানেসবার্গ, ২১ নভেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ও টি-২০ সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্টের মতো ওয়ান ডে দলের নেতৃত্বেও টেম্বা বাভুমা। সদ্য অবসর ভেঙে ফিরে আসা কুইন্টন ডি'কক রয়েছেন দলে। প্রত্যাবর্তন সিরিজে পাকিস্তানে গিয়ে সফল হয়েছেন তিনি। পাকিস্তান সফরের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন লুয়ান দ্রে প্রিটোরিয়াস। ভারতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ দলকে নেতৃত্ব দেবেন আইডেন মার্করাম। টি-২০ দলেও রয়েছেন ডি'কক। চোট সারিয়ে টি-২০ দলে ফিরেছেন আনরিখ নর্তজে। দলে বড় কোনও চমক নেই। ৩০ নভেম্বর রাঁচিতে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে। টি-২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে ৯ ডিসেম্বর।

ভূমিকম্পে ধাক্কা ঢাকা টেস্টে

ঢাকা, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশ। ঘড়ির কাঁটায় তখন ১০টা ৮ মিনিট। ঢাকার মিরপুরে শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে চলছিল বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ। ভূমিকম্পের আতঙ্কে টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা ৩ মিনিট বন্ধ থাকে। মাঠের মধ্যেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দু'দলের ক্রিকেটাররা।

আয়ারল্যান্ডের হয়ে ব্যাট করছিলেন হ্যারি টেক্টর ও ডোহানির। ইনিংসের ৫২.২ ওভারের সময় হঠাৎই কেঁপে ওঠে স্টেডিয়াম। পাঁচ তলার প্রেস বক্স থেকে আতঙ্কিত হয়ে নেমে আসেন সাংবাদিকরা। গ্যালারির দোতলায় বসে থাকা দর্শকেরাও হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করেন। আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটাররা আতঙ্কে মাঠের এক কোণে এক জায়গায় জড়ো হন। খেলা মিনিট তিনেক বন্ধ থাকে। ড্রেসিংরুম থেকে মাঠে যাওয়ার পথে বাংলাদেশের কোচ ফিল সিমন্স জানান, ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।

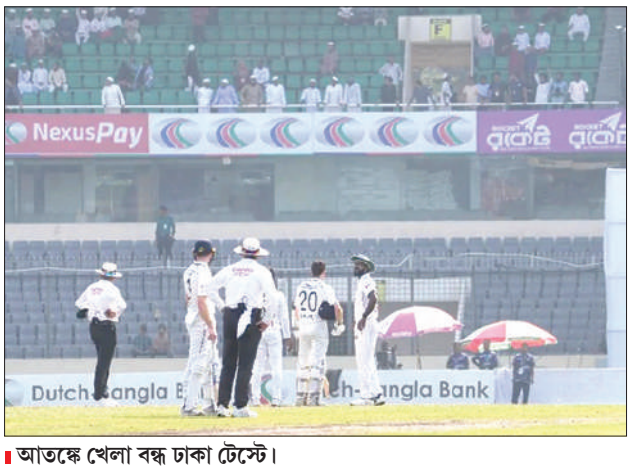

আতঙ্কে খেলা বন্ধ ঢাকা টেস্টে।

খেলা ফের শুরু হলে পরপর উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ২৬৫ রানে অলআউট হয়ে যায়। টেস্টে চালকের আসনে বাংলাদেশ।

নিলামে বাংলার আট ক্রিকেটার

প্রতিবেদন : মেয়েদের আইপিএলের নিলামে বাংলার আটজন ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। এরা হলেন, তিতাস সাধু, সাইকা ইশাক, ধারা গুজ্জর, প্রিয়াঙ্কা বালা, ঋষিতা বসু, সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়, মিতা পাল ও তনুশ্রী সরকার। সবমিলিয়ে ২৭৭ জনের নাম নিলামে উঠবে। দল পাবেন ৭৩ জন। তার আগে পাঁচটি দল ১৭ জন ক্রিকেটারকে রিটেইন করেছে। মার্কি প্লেয়ার হিসাবে আছেন দীপ্তি শর্মা, রেণুকা সিং, সোফি একলিস্টন, আমেলিয়া কেরের মতো খেলোয়াড়রা। সর্বোচ্চ বেস প্রাইস রাখা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। সর্বনিম্ন বেস প্রাইস ১০ লাখ টাকা। এদিকে, চণ্ডীগড়কে ১৫৩ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ২৩ স্টেট-এ ট্রফির এলিটে বাংলার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। এর ফলে সাত ম্যাচের মধ্যে সাতটিতেই জয় পেয়েছে বাংলার ছেলেরা।

শেষ চারে লক্ষ্য, সাত্ত্বিকদের বিদায়

সিডনি, ২১ নভেম্বর : বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠলেন। লক্ষ্যর জয়ের দিন প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রণকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির শীর্ষ বাছাই ভারতীয় ডাবলস জুটি। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতেরই ২০ বছরের তরুণ প্রতিভা আয়ুষ শেট্টিকে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র পেলেন লক্ষ্য। খেলার ফল ২৩-২১, ২১-১১। সেমিফাইনালে সপ্তম বাছাই লক্ষ্যর সামনে চিনা তাইপের চো তিয়েন চেন। তিনি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই। চেন ২০১৮ এশিয়ান গেমসের রুপোজয়ী এবং বিশ্বের ৯ নম্বর তারকা।

সাত্ত্বিক ও চিরাগের জুটি ডাবলসে চলতি মরশুমে হংকং ওপেন এবং চিন মাস্টার্সের ফাইনালে উঠলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে হতাশ করলেন। শেষ আটের লড়াইয়ে ভারতীয় জুটি হারেন ইন্দোনেশিয়ার ফজর আলফিয়ান ও মহম্মদ শোহিবুল ফিকরির কাছে। খেলার ফল ২১-১৯, ২১-১৫।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবার সরব রাহানে। বললেন ক্রিকেটারদের কেরিয়ার বাজি রেখে পরীক্ষা চলছে!

মাঠে ময়দানে

22 November, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২২ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

বিশ্বজয়ের পিচেই স্মৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : বিশ্বজয়ের বাইশ গজেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু স্মৃতি মান্ধানার। গত ২ নভেম্বর মুম্বইয়ের ডি ওআই পাতিল স্টেডিয়ামে প্রথমবার মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছিল ভারত। সেই মাঠের বাইশ গজেই দীর্ঘদিনের বান্ধবী ভারতীয় তারকার আঙুলে আংটি পরিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল। বিশ্বকাপ জয়ের মাসেই সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন স্মৃতি। শুক্রবার ছিল হলদি। রবিবার ২৩ নভেম্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। হলদি অনুষ্ঠানে স্মৃতির সঙ্গে হলুদ রঙের পোশাকে নাচতে দেখা গিয়েছে শাফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজ, রাধা যাদবদের। বন্ধুদের কাঁধে চড়েও নাচতে দেখা গিয়েছে স্মৃতি-পলাশকে।

সমাজমাধ্যমে পলাশের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, চোখ বাঁধা অবস্থায় স্মৃতির হাত ধরে প্রায় অন্ধকার ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের পিচের উপর দাঁড়ান পলাশ। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে। স্মৃতির চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আংটি পরিয়ে দিয়ে পলাশ জানতে চান, 'আমাকে বিয়ে করবে?' আবেগে ভেসে অভিভূত স্মৃতি সম্মতি দিয়ে আলিঙ্গন করেন পলাশকে। দ্রুত ভাইরাল হয় এই ভিডিও।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের দিন জানা গিয়েছিল নভেম্বরেই পাত্র পলাশের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ভারতীয় দলের তারকা ব্যাটার। এর কয়েকদিন পরেই সমাজমাধ্যমে সতীর্থ জেমাইমা রডরিগেজ এবং রাধা যাদবের সঙ্গে রিল বানিয়ে শেয়ার করে স্মৃতি ফাঁস করেন তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ।

স্মৃতি ও পলাশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের উৎসবেও স্মৃতির পাশে দেখা গিয়েছিল তাঁর হবু স্বামীকে। বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন স্মৃতি। কাপ জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি।

আইএসএল হবে, আশ্বাস দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ছিল শুনানি। দেশের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে জট কাটাতে প্রবল চাপের মুখে ময়দানে নামতে বাধ্য হয় কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আইএসএল সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, ক্লাব এবং লিগের সঙ্গে যুক্ত সকলের সঙ্গে আলোচনা করবে।

বিচারপতি পিএস নরসিমা এবং জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চকে আশ্বস্ত করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, ফুটবলার এবং ক্লাবগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আইএসএল আয়োজন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার। সর্বোচ্চ আদালতকে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত। আইএসএল অবশ্যই হবে। তবে দু'সপ্তাহ সময় দিতে হবে সরকারকে। এরপরই দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, দু'সপ্তাহ পর ফের শুনানি হবে। এই সময়ের মধ্যে দরপত্র জমা না দেওয়া সংস্থাগুলির উদ্বেগের জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের রাস্তা বের করার চেষ্টা করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় ফুটবল নিয়ে মামলায় সতর্কতা অবলম্বন করছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আমরা এমন কিছু করতে চাই না যেখানে তৃতীয় পক্ষ বা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, বিড মূল্যায়ন কমিটির প্রধান প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও তাঁর সুপারিশগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাধানের খোঁজে বিষয়টি নিয়ে আবার যখন সকলে আলোচনায় বসবেন, তখনও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বাইরের কথায় কান দিও না, রিচাকে পরামর্শ সানিয়ার

বেঙ্গালুরু, ২১ নভেম্বর : বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষকে সোশ্যাল মিডিয়া সামলানোর মূল্যবান পরামর্শ দিলেন ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ভারতীয় টেনিসের রানি সানিয়া মির্জা। বেঙ্গালুরুতে টেক সামিট অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন সানিয়া ও রিচা। সেখানে বিশ্বজয়ী বাংলার মেয়েকে সানিয়ার পরামর্শ, সমাজমাধ্যম কারও দিন গড়তে বা ভাঙতে পারে না। তাই বাইরের কথায় কান দেবে না।

সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাবে পাশে বসা রিচাকে উদ্দেশ্য করে সানিয়া বলেন, সমাজ মাধ্যমকে সামলানোর দু'একটি উপায় রয়েছে। রিচা খুবই তরুণ। ওকে আমার পরামর্শ, এমন একজনের মতো হও যিনি এমন একটি যুগের মুখোমুখি হয়েছেন এবং বেড়ে উঠেছেন। যখন বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সমাজ মাধ্যমের আগমন ঘটছিল।

রিচা ও সানিয়া। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে।

সানিয়া যোগ করেন, আমি যখন আসছিলাম তখন শুধু সংবাদপত্র ছিল। আর স্পোর্টস স্টার ছিল খেলার একমাত্র জানালা। এরপর ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ট্যাবলয়েড আসতে শুরু করে। কেবল ফোরহ্যান্ড এবং ব্যাকহ্যান্ড সম্পর্কে কথা বলা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। একজন ক্রীড়াবিদের জীবনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু হয়। কেউ হয়তো ক্রিকেট ব্যাট, টেনিস রযায় কেট, বক্সিং গ্লাভস কোনও দিন হাতেই নেয়নি। তাঁরা বিরাট উপদেশ দিচ্ছে পেশাদারদের!

সানিয়ার পরামর্শ, রিচারা যেন বাইরের মতামতকে গুরুত্ব না দেয়। প্রশংসা বা সমালোচনা যেন নিজেদের দিনকে প্রভাবিত না করে। ভাল এবং খারাপ কিছুই মনে রাখবে না। মিডিয়া বা সমাজমাধ্যম তোমার দিনটা গড়তে বা ভাঙতে পারে না। তোমার ভালবাসার মানুষগুলো তোমার সম্পর্কে কী অনুভব করছে, তারা কী ভাবছে, সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুপার ওভারে হার বৈভবদের

দোহা, ২১ নভেম্বর : নাটকীয়ভাবে বাংলাদেশ 'এ'-র কাছে সুপার ওভারে হেরে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল ভারত 'এ'। শুক্রবার দোহায় নিজেদের ভুল রণকৌশলে সুপার ওভারে হারতে হল ভারতকে। সুপার ওভারে ওপেনিংয়ে ভয়ঙ্কর বৈভব সূর্যবংশীকেই নামাল না দল। যে ছেলেটি এদিনও ওপেন করতে নেমে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছে, গোটা প্রতিযোগিতায় ছন্দে, তাকে কেন সুপার ওভারে নামানো হবে না? প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রান করে। হাবিবুর রহমান সোহন সর্বোচ্চ ৬৫ রান করেন। জবাবে ভারতও ১৯৪ রান করে। সুপার ওভারে কোনও রান করতে পারেনি ভারত। বাংলাদেশ দ্বিতীয় বলেই রান তুলে নেয়। একটি ওয়াইড বলে জয়ের রান পেয়ে যায় তারা। বৈভব ছাড়াও ভারতের হয়ে রান করেন প্রিয়াংশ আর্য (৪৪), অধিনায়ক জিতেশ শর্মা (৩৩)। ম্যাচ শেষ করতে পারেননি নেহাল ওয়াধেরা (৩২ অপরাজিত), আশুতোষ শর্মারা (১৩)।

নেতৃত্বে অভিমন্যু, দলে শামি-আকাশ

প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফিতে অপরাজিত থেকে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে বাংলা। এবার নজর সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০তে। প্রতিযোগিতায় বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। গতবার সুদীপ ঘরামির নেতৃত্বে বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। এবার অভিমন্যুর উপরই আস্থা রাখলেন বঙ্গ নির্বাচকরা। আগামী আইপিএলকে সামনে রেখে এবং জাতীয় দলে ফেরার আশা জিইয়ে রাখতে জাতীয় টি-২০তেও খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহম্মদ শামি।

শামি ছাড়াও আকাশ দীপ, অভিষেক পোড়েল, শাহবাজ আহমেদরা রয়েছেন টি-২০ স্কোয়াডে। শুক্রবার ১৭ জনের দল ঘোষণা করল সিএবি। সুদীপ ঘরামি, শাকির হাবিব, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে কণিষ্ক শেঠ, যুধাজিৎ গুহ, করণ লাল, সক্ষম চৌধুরীর মতো তরুণরাও রয়েছেন দলে। বাংলার খেলাগুলি হবে হায়দরাবাদে। ২৬ নভেম্বর হার্দিক পান্ডিয়ার বরোদার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে অভিমন্যুর দল। রবিবার হায়দরাবাদ উড়ে যাচ্ছেন অভিমন্যুরা। শামি সরাসরি যোগ দেবেন হায়দরাবাদে।

জিতেও চিন্তায় অস্কার

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই সুপার কাপ সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ডুবে ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার ক্লাবের রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে লাল-হলুদের সিনিয়র দল। ৫-২ গোলে জিতলেও কোচ অস্কার ব্রুজোর কপালে চিন্তার ভাঁজ। দলের মরোক্কান স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদ জোড়া গোল করেন। গোল পেয়েছেন জাপানি হিরোশি ইবুসুকিও। বাকি দু'টি গোল বিপিন ও মিগুয়েলের। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচের চিন্তা দলের গোল খাওয়ার প্রবণতায়। এদিন প্রস্তুতি ম্যাচেও দু'টি গোল হজম করেছে অস্কারের ডিফেন্স। রিজার্ভ দলের হয়ে গোল দু'টি করেন শ্যামল বেসরা এবং দেবজিৎ রায়।

মাঠে ময়দানে
22 November, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সূর্য ও শিবম দলে থাকলেও মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হলেন শার্দূল ঠাকুর

ঘূর্ণি আর সমতায় চোখ গম্ভীরের

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : বৃষ্টি থাকুক বা না থাকুক, গুয়াহাটির ক্রিকেট এখন বর্ষাপাড়া কেন্দ্রিক। আগে খেলা হত নেহরু স্টেডিয়ামে। এখন রোম্যান্টিক বর্ষাপাড়ায়। নামটার মধ্যে বেশ ঝমঝম ব্যাপার আছে। এই বুঝি কামাখ্যা পাহাড় থেকে বৃষ্টি ধেয়ে এল! না, বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস ২২-২৬ নভেম্বর নেই। আছে পাঁচ দিনের পরিষ্কার আকাশ ও মিঠে রোদ্দুরের।

গুয়াহাটিতে এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ। খেলা নিয়ে উন্মাদনা সপ্তমে। কিন্তু প্রথম টেস্টের সাজ-সজ্জার সঙ্গে চমক রয়েছে খেলার সময় সূচিতে। এখানে খেলা শুরু হবে সকাল ন'টায়। কটকের লোকজন বলবেন নতুন কি? আমাদের এখানেও তাই হয়। দাঁড়ান, চমক আছে। ন'টায় খেলা শুরু হয়ে প্রথম সেশনের পর বরাদ্দ টি ব্রেক। তার দু'ঘণ্টার পর লাঞ্চ। অদ্ভুত না? কিন্তু করার কিছু নেই। পূর্ব ভারতের এই অংশে বিকেলে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। তাই আগে খেলা শুরু করতেই হবে।

কলকাতায় শোচনীয় হারের পর গৌতম গম্ভীর ও তাঁর দল প্রবল চাপে। না হলে কলকাতার হাসপাতালে একটা দিন কাটিয়ে আসা শুভমন গিলকে খেলানো নিয়ে এত মরিয়া হবে কেন মেন ইন ব্লু! সাই সুদর্শন প্যাড-গ্লাভস পরে রেডি। তবু তাঁকে বলা হচ্ছিল একটু দাঁড়িয়ে যাও ভাই। শেষপর্যন্ত শুভমনকে দল ছেড়ে দিয়েছে। যার অর্থ, সুদর্শনই খেলবেন। এই সুদর্শন আবার সময়সূচি নিয়ে জিওস্টার-এ বলেছেন, আমি লাঞ্চে এমনিতেই চা খাই। তাই আমার সমস্য নেই। আমি ব্যাপারটা উপভোগ করব। নতুন কিছু হোক না। টেম্বা বাভুমাও বলেছেন, এটা আগে শুনেছিলাম। আলো এখানে সমস্যা। তাই যতটা সম্ভব বেশি খেলা করার চেষ্টা হচ্ছে। নিয়ম মানতেই হবে।

রাবাডা নাকি রাবাডা নয়? দিনভর এটাই মাথায় চেপে থাকল ভারতীয় শিবিরের। তিনি কলকাতায় খেলেননি। গুয়াহাটিতে বিকল্প ভাবনায় উড়িয়ে আনা হয়েছে নুঙ্গি এনগিডিকে। কিন্তু ভারতীয় ড্রেসিংরুমে এমন কেউ আছেন যিনি রাবাডা নয়, চিন্তিত বাঁহাতি মার্কো জেনসেনকে নিয়ে। কথা হচ্ছে যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে। যিনি দু'দিনের প্র্যাকটিসে এই জেনসেনকে মাথায় রেখে বাঁহাতিদের বলে প্র্যাকটিস করে গেলেন। ২৭ টেস্টে ৫০-এর উপর রান গড় যশস্বীর। ২৪৪০ রান করে ফেলেছেন। তবু চিন্তা জেনসেনকে নিয়ে।

ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক শুভমনকে নিয়ে আগের দিন বলেছিলেন আমরা অপেক্ষা করব। এতে জল্পনা সামান্য বেড়েছিল। তিনি বলেন শুভমন না পারলে জুরেল হয়তো চারে খেলবেন। তিনি না বললেও এটা ঘটনা যে, তিনে সাই সুদর্শন আসবেন। সেক্ষেত্রে আবার পিছনে চলে যেতে হবে ইডেনে তিন নম্বরে খেলা ওয়াশিংটন সুন্দরকে। শুক্রবার সকালেই শুভমনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি মুম্বই উড়ে যান চিকিৎসার জন্য।

ইডেন-কাণ্ডের পর উইকেট এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে লালমাটির উইকেট। তাতে পেস-বাউন্স থাকবে। গম্ভীররা অবশ্য সিরিজের আগেই টার্নিং ট্র্যাক চেয়ে রেখেছেন। কিন্তু সাইমন হার্মার, কেশব মহারাজ ইডেনে প্রমাণ করে দিয়েছেন বল ঘুরলে তাঁরা কতটা বিপজ্জনক হতে পারেন। তবু স্পিনই হয়তো বর্ষাপাড়ার ম্যাচে ফারাক গড়ে দেবে। দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ কনরাড শুকরি যে জন্য হুঙ্কার ছেড়ে রেখেছেন, উইকেট যাই হোক না কেন আমরা তৈরি।

ইডেনের পর গুয়াহাটিতেও একই ছবি। সিতাংশু কোটাককে পাশে নিয়ে পিচ পরীক্ষায় গম্ভীর। শুক্রবার।

সফরেই নেই রাবাডা, পিচ দেখে স্বস্তি বাভুমার

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বড় ধাক্কা। পাঁজরের চোট থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পারায় শুধু গুয়াহাটি টেস্ট নয়, ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজেও খেলতে পারবেন না পেসার কাগিসো রাবাডা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জানিয়ে দিলেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকাও জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজ থেকেই রাবাডার নাম প্রত্যাহারের কথা। লুঙ্গি এনগিডি ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে রয়েছেন।

তিনিই সম্ভবত ওয়ান ডে এবং টি-২০ সিরিজে হবেন রাবাডার পরিবর্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, কাগিসোর চোট পরীক্ষা করে প্রোটিয়া মেডিক্যাল টিমের মনে হয়েছে, পাঁজরে আঘাতের জায়গায় অস্বস্তি রয়েছে। তাই সতর্কতা হিসেবে বাকি সিরিজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে কাগিসো। দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরের ফোকাস এখন শুধুই গুয়াহাটি টেস্টে। গত ২৫ বছরে প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফেরার হাতছানি টেম্বা বাভুমাদের সামনে। ইডেনে জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে নামছে টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ইডেনের মতো এখানে পিচ নিয়ে চিন্তায় নেই দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক।

বাভুমা বলেছেন, উইকেট বেশ তরতাজা। কলকাতার থেকে এখানে পিচের চরিত্রে ধারাবাহিকতা থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। চিরাচরিত উপমহাদেশের উইকেটের মতো। যেখানে স্পিনাররা কাজ শুরুর আগে টেস্টের প্রথম দু'দিন ব্যাটাররা ভাল করবে। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা একটিও টেস্ট হারেনি। বাভুমা বলছেন, আমরা প্রতি ম্যাচ জেতার জন্য খেলি। যে কোনও সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।

নেই শুভমন, চিকিৎসা মুম্বইয়ে

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : কলকাতা থেকে দলের সঙ্গে গুয়াহাটি এসেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে খেলার মতো অবস্থায় আসতে পারেননি শুভমন গিল। শুক্রবার সকালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুভমনের জায়গায় দ্বিতীয় টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

বৃহস্পতিবার গোটা দল প্র্যাকটিসে এলেও অধিনায়ক মাঠে আসেননি। ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক এরপরও দাবি করেছিলেন শুক্রবার এর একটা দিন তাঁকে দেখে নেওয়া হবে। যদিও তখনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে শুভমন দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় সাই সুদর্শনকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত এদিন জানা গেল তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি গুয়াহাটি থেকে মুম্বই গিয়েছেন পরবর্তী চিকিৎসার জন্য। সেখানে তিনি দুই-তিনদিন থেকে স্পেশালিস্ট দিনশ পারদিয়ালার পরামর্শ নেবেন। যিনি ঋষভ পন্থের চিকিৎসা করেছিলেন।

ইডেনে তিন বল খেলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন শুভমন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। একদিন বাদে ছাড়া পেলেও তাঁকে নেক ব্রেস পরে কাটাতে হয়েছিল। বুধবার সেটা খুলে তিনি দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যান। কিন্তু বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম মুখো হননি। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে তাঁকে খেলানোর মরিয়া চেষ্টা হয়েছে। যেহেতু সিরিজে ভারত ০-১ পিছিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত শুভমনকে জোর করে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি দল।

বোর্ডকে ধন্যবাদ দিয়েও নির্লিপ্ত নতুন অধিনায়ক

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : শুভমন গিল না পারলে যে তিনিই গুয়াহাটিতে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সেটা জানাই ছিল। যেহেতু এই দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। তিনি অবশ্য এমন অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব পেয়ে মোটেই খুশি হতে পরেননি। তবে তাঁর উপর আস্থা রাখায় বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ঋষভ জানিয়েছেন আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁকে বলা হয়েছিল গুয়াহাটিতে দলকে নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি তখনই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন। ঋষভ বলেন, আমার সঙ্গে শুভমনের রোজ কথা হয়েছে। নেতৃত্ব নিয়েও নিয়মিত কথা হয়। ও অনেক চেষ্টা করেছিল খেলার জন্য। কিন্তু পারেনি। আর শুভমনের বদলে কে খেলবে সেটা শুধু সে-ই জানে। আমার এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। তিনি না বললেও এটা এখন পরিষ্কার যে সাই সুদর্শন সেই জায়গা নিতে চলেছেন।

আইপিএলে ঋষভ লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক। তার আগে দিল্লর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই ব্যাপারটা তিনি জানেন। কিন্তু দেশের দায়িত্বে এই প্রথম। ঋষভের কথায়, আমি বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে একটা ম্যাচের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া কোনও অধিনায়কের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি নয়। মাঝে মাঝে বড় ছবি নিয়ে ভাবলেও কোনও লাভ হয় না। আমি বেশি ভাবতে চাই না। প্রথম টেস্ট কঠিন ছিল। এখানে জিততে চাই। অধিনায়ক হিসাবে তিনি সবাইকে খোলা মনে খেলতে

দিতে চান। আর নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে তা সতীর্থদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান।

গুয়াহাটিতে এটাই প্রথম টেস্ট। সবার আশা বর্ষাপাড়ার উইকেট ইডেনের মতো হবে না। ঋষভ বলেছেন, এই মাঠ আমার জন্য স্পেশ্যাল। এখানে আমার ওয়ান ডে অভিষেক হয়েছিল। এই উইকেটকে আমার ভালই লাগছে। ব্যাটাররা রান পাবে। তবে দুই-একদিনের মধ্যে বল ঘুরবে। আশা করি ভাল লড়াই হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

22 November, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
২২ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

ঋতু বদলে

হেমন্তের শেষ ঋতু পরিবর্তনের শুরু। এখন রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা আবার দিনে চড়া রোদ। শীত একেবারে দোরগড়ায় কড়া নাড়ছে। আরামের শীতকাল যেমন নরম, কোমল তেমনই আবার কঠোরও। ত্বকে শীতটান, শুষ্ক, রুক্ষ গা-হাত-পা— সবমিলিয়ে যেন বেহাল দশা। তাই এইসময় থেকেই জরুরি যত্ন। কীভাবে? রইল তার গাইডলাইন।
লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ত্বকের পরিবর্তন

সেদিন অফিস বেরিয়েছিল ঋতুপর্ণা। সকালের রোদটা ইদানীং গায়ে বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু অফিসে সারাদিন এসির মধ্যে থেকেও স্বস্তি পেল না সে। শরীরে কেমন একটা অস্বস্তি। মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকছিল কারণ শীত করছিল। আবার বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেও বেশ গরম লাগছে। এ তো বড় জ্বালা! রাতে ফেরার পথে ট্রেনে বেশ কনকনে হাওয়া। কানে শোঁ-শোঁ করে বাতাস ঢুকছে। ঠোঁট বেশ শুকনো লাগছে। গালে টান ধরছে। ঋতুপর্ণা ভাবছে চাদরটা সঙ্গে থাকলে ভাল হত। আসলে ঋতু বদলাতে শুরু করেছে। এই সময়টা বড় বিশ্রী। ঠান্ডা পুরোপুরি পড়ে না, আবার গরমও পুরো কমে না। কাউন্টডাউন পর্ব। আর মাত্র কিছুদিন। এরপরেই ভরা শীত। সিজন চেঞ্জের সময় ঋতুপর্ণা সবচেয়ে যে সমস্যায় ভোগে তা হল পা পরিষ্কার করা। পায়ের এমন দশা হয় যে বলার নয়। ফরসা পা কেমন যেন কুচকুচে কালো দেখতে লাগে। আসলে এই সময় আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বাতাসে জলীয়বাষ্প সবটাই ভারসাম্যহীন থাকে। আবহাওয়াও বুঝি অভিযোজন করে এই সময় আমাদের মতো করেই। ত্বকের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে ত্বকে খড়ি ফোটে, চুলকানো ভাব, শুষ্কতা দেখা দিতে শুরু করে। শীতের শুরুতে মৃতকোষ খুব বেশি করে উঠতে শুরু করে এবং ত্বকের উপরিভাগে জমে যায়। ওর মধ্যে ধুলো-ময়লা পড়ে ধীরে ধীরে ত্বক আরও শুষ্ক, কালচে, ডাল-ড্যামেজ হতে থাকে। ত্বক নিজেই কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে। সেই সঙ্গে চুলের অবস্থাও তথৈবচ। ভীষণ শুষ্ক প্রাণহীন হয়ে পড়ে চুল। এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করলেও পুরোটা সম্ভব হয় না। তাই সিজন চেঞ্জের শুরু থেকেই দরকার অতিরিক্ত যত্নের।

ত্বকের বিপত্তি

শীতের শুষ্ক ত্বক বলি ঠিকই আসলে এবং ডিহাইড্রেটেড ত্বকের মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক। শুষ্ক ত্বক হল ত্বকের একটা ধরন, যেটা নিয়ে আমরা অনেকেই জন্মাই। শুষ্ক ত্বক হয় জিনগতভাবে সেবাম তেলের অভাব থাকলে, এর ফলে সারা শরীরে কুঁচকে যায়, নিষ্প্রভ এবং ফ্লেকি হয়। এটি শুধু মাত্র মুখে নয়, সারা শরীরের ত্বকের এই শুষ্কতা থাকে। আর ডিহাইড্রেটেড ত্বক হল এমন এক ধরনের অবস্থা যা জলের পরিমাণের অভাবের কারণে ত্বকের ওপর প্রভাব ফেলে। ডিহাইড্রেটেড ত্বক কখনও কখনও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে শীতে যদি ঠিকমতো যত্ন না নেওয়া হয় তাহলে ত্বক ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। তাই শীতের শুরু থেকেই জরুরি হল পর্যাপ্ত জল খাওয়া। এর পাশাপাশি নিয়মিত ক্লেনজিং, টোনিং, এক্সফলিয়েশন এবং ময়েশ্চারাইজিং।

- কিন্তু ক্লেনজিং মানে বারবার মুখ ধোওয়া নয়। বিশেষত শীতে না করাই ভাল এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা চলে যায়। দিনে দুবার ক্লেনজিং করুন সকালে এবং রাতে। এরপর একটা টোনার তুলোয় করে নিয়ে থুপে থুপে মুখে লাগিয়ে কিছুটা সময় ছেড়ে দিন। শেষে ত্বকের ধরন বুঝে ময়েশ্চারাইজার দিন। খুব বেশি তেলা ত্বক হলে হালকা বা ওয়াটার বেস ময়েশ্চারাইজার আর শুষ্ক ত্বক হলে ভারী বা ক্রিম বেস ময়েশ্চাইরাইজার দিন।
- ক্লেনজিং করলে রোমকূপের মুখে মৃতকোষ বা ধুলো-ময়লা জমে না। মুখে সরাসরি সাবান ব্যবহার না করাই ভাল। শুধু যাঁদের ব্রণের সমস্যা আছে যদি এই সময় বাড়ে তাহলে সপ্তাহে একদিন কী দু'দিন অ্যালকালাইন ওয়াশ অর্থাৎ ক্ষারযুক্ত সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন।
- এর সঙ্গে ভাল করে তেল মাখা। অর্থাৎ যতটা সম্ভব ত্বকে গা-হাত-পা যেন ভেজা ভাব থাকে। মুখে লাইট অয়েল মাখা যেতেই পারে। স্নানের আগে অয়েল ম্যাসাজ অনেক সমস্যার সমাধান।

ঘরোয়া ক্লেনজার

- হাতের কাছেই রয়েছে এমন অনেক কিছু যা আপনার রূপটানের সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। এক চামচ মধু এবং দু চামচ দুধ মিশিয়ে মুখে দু-তিন মিনিট ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। শুধু দুধ দিয়েও মুখ পরিষ্কার করতে পারেন কারণ দুধ খুব ভাল ক্লেনজার।
- বেসন হল দারুণ প্রাকৃতিক ক্লেনজার এবং মাইল্ড এক্সফোলিয়েটর হিসেবেও কাজ করে। তাই বেসন অল্প গুলে মুখে খানিকটা সময় মেখে রেখে তোলার আগে হালকা ম্যাসাজ করে তুলুন।
- সমান পরিমাণে লেবুর রস, গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল মিশিয়ে একটি ক্লেনজার তৈরি করে নিন। খুব ভাল এই ক্লেনজার।

ঘরোয়া টোনার

- অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের মধ্যে রয়েছে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য তা ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখে। ফলে ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এক কাপ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার এবং তিন কাপ জল নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। মুখ পরিষ্কার করে একবার টোনার স্প্রে করুন।
- গোলাপজল হাতের কাছেই থাকা ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখার অনবদ্য উপাদান। এক কাপ গোলাপ জলের সঙ্গে দু-তিন ছিপি গ্লিসারিন মিশিয়ে বোতলে করে রেখে দিন। রোজ মুখ ধুয়ে স্প্রে করুন।
- শীতে কমলালেবুর রস খুব ভাল টোনিং-এর কাজ করে।

এক্সফলিয়েশন

- এক্সফলিয়েশন শীতে করুন তবে সপ্তাহে একদিন। কারণ স্ক্রাবিং ত্বক খুব শুষ্ক করে দেয়। সফট গ্র্যানিউনলস দেওয়া কোনও স্ক্রাবার ব্যবহার করতে হবে। এতে রোমকূপের ময়লা গোড়া থেকে খুব ভাল পরিষ্কার হবে। উজ্জ্বলতা বাড়বে।
- চালের গুঁড়ো, মধু দু-তিন ফোঁটা, বেসন দিয়ে বাড়িতেই স্ক্রাবার বানিয়ে মাখতে পারেন। স্ক্রাবিংয়ের পর অবশ্যই টোনার ব্যবহার করুন।

ত্বকে ময়েশ্চার ফেরাতে

অলিভ অয়েল

অলিভ অয়েলে রয়েছে ভিটামিন ই, পলিফেনল এবং ফাইটোস্টেরল রয়েছে। যা দারুণ প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার। জলে মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। মধু হল প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট। মধুর মধ্যে থাকা ময়েশ্চারাইজিং উপাদান, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকে উজ্জ্বলতা আনে। ত্বকে সরাসরি মধু লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
22 November, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঋতু বদলে

(১৭ পাতার পর)

নারকেল তেল
নারকেল তেলে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান। খুব ভাল প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার। হালকা গরম নারকেল তেল ত্বকে ম্যাসাজ করুন। এরপর মুখ ধুয়ে নিন।

অ্যাভোকাডো
অ্যাভোকাডো ওমেগা-৩ উপাদানে সমৃদ্ধ। এটা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে। একটি পাকা অ্যাভোকাডো নিন। এটি ব্লেন্ড করে সরাসরি ত্বকে লাগান। ১০ মিনিট রেখে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এছাড়া বাজারচলতি সেরামাইড, হাইলুরনিক অ্যাসিড এমন সব উপাদানযুক্ত ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন শীতে।

কমলালেবু
কমলালেবু অল্প বয়সি থেকে বয়স্ক-ত্বক সবার জন্য খুব ভাল। অরেঞ্জ পিল পাউডার বা কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে মধু, বেসন দিয়ে প্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বা শুধু মধু দিয়েও লাগানো যেতে পারে আবার শুধু কমলালেবু খোসা গুঁড়ো জলে গুলে সপ্তাহের তিনদিন প্যাক করে লাগানো যেতে পারে।

ঘরোয়া ফেসপ্যাক

- অর্ধেক অ্যাভোকাডো এবং এক চা-চামচ মধু ভাল করে চটকে মেখে নিন। এ বার এই মিশ্রণ মুখে মেখে রাখুন ২০ মিনিট। তার পর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- আধকাপ দুধ এবং বড় চামচের দু চামচ ওটমিল ভিজিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। এবার মেখে নিয়ে মিশ্রণটা ২০ মিনিট মুখে মেখে রাখুন। ধোয়ার সময়ে হাত দিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে তুলে নিন। মরা কোষ সরিয়ে ত্বকে জেল্লা ফিরিয়ে আনবে। ত্বকে ময়েশ্চার ধরে রাখতেও সাহায্য করবে।
- আধকাপ মুসুর ডাল ভিজিয়ে বেটে নিন। এবার ওর সঙ্গে মেশান দুধ। ভাল করে একটা ঘন প্যাক করে নিন। ২০ মিনিট রেখে শুকিয়ে গেলে ঘষে ধুয়ে নিন।

গা-হাত-পায়ের যত্নে

- শীতের শুরু থেকেই গা-হাত-পায়ের যত্ন নিন। কারণ দেরি করলে কোনও কিছু রোধ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম জেলি, অলিভ অয়েল দুটোই খুব ভাল। স্নানের আগে বা স্নানের পরে সামান্য ভেজা গায়ে নিয়মিত অলিভ অয়েল বা ভাল কোনও বডি অয়েল ব্যবহার করুন যা হাত-পায়ের ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করবে। শেষে বডি লোশন ম্যাসাজ করে নিন।
- পায়ের অবস্থা ঋতু পরিবর্তনের সময় সবচেয়ে খারাপ দশা হয়। তাই নিয়মিত রাতে শোবার আগে হালকা গরম জলে এক ছিপি ভিনিগার বা অর্ধেক লেবুর রস এবং বেকিং সোডা দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন।
- ভেজা অবস্থায় পিউমিস স্টোন দিয়ে পায়ের গোড়ালি ঘষে পরিষ্কার করুন। মরা কোষ উঠে যাবে। এরপর কোনও মাইল্ড ফুট ক্রিম বা লোশন ম্যাসাজ করে নিন।
- গরমে যাঁদের হাত-পা বেশি ঘামে, শীতে তাঁদেরই বেশি রুক্ষ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আবার থাইরয়েড, ডায়াবিটিস, সিওপিডি, অ্যালার্জি, ভিটামিনের অভাব থাকলেও অতিরিক্ত শুষ্কতা দেখা দেয়।
- দুধ আর বাসি রুটি চটকে পেস্ট করে সারা গায়ে মাখুন। এটা খুব ভাল ক্লেনজার এবং শীতে ত্বক দারুণ উজ্জ্বল সুন্দর করে রাখবে এই পেস্ট।
- এই সময়টা কোনও কাজ শুরুর আগে হাতে নারকেল তেল লাগিয়ে নিন। জলের কাজ করলে হাতে ময়শ্চারাইজ়ার লাগিয়ে গ্লাভস পরে নিন। যতটা সম্ভব কম জল ঘাঁটুন। এতে হাত-পা কম রুক্ষ হয়।
- হাত অতিরিক্ত শুষ্ক হলে কয়েক ফোঁটা মধু ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে, হাতে মাসাজ করে মিনিট পনেরো রেখে ধুয়ে নিন। হাতে আলাদা ময়েশ্চারাইজার ম্যাসাজ করুন। হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।

ঠোঁট

ঠোঁট আর চোখের চারপাশ সবচেয়ে সংবেদনশীল স্থান ত্বকের। শীতের শুরু থেকে আলাদা করে যত্ন নিন ঠোঁট তার চারপাশের ত্বক এবং চোখের। আন্ডার আই ক্রিম এবং লিপবাম বা ভেষজ কোনও লিপ ক্রিম রাতে শোয়ার আগে নিয়মিত ব্যবহার করুন।

চুলের যত্নে

শীত পড়ার আগে থেকেই বাড়তে থাকে খুশকি, চুল পড়া, স্ক্যাল্পে চিটচিটে ভাব ইত্যাদি। এই সময় অনেকেই নিয়মিত শ্যাম্পু করেন না। স্ক্যাল্প অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যায়। তার উপর সঙ্গী দূষণ। সব মিলিয়ে চুলের খারাপ দশা হতে শুরু করে।

- এই সময় থেকেই রাতে শোবার আগে চুলের গোড়ায় একটু গরম তেল ম্যাসাজ আপনার চুলের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেবে। তেল চুলের আর্দ্রতাকে ধরে রাখে। পাশাপাশি চুলের গোড়া মজবুত করে। সকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করুন। ভাল মানের শ্যাম্পু ব্যবহার করা জরুরি। অবশ্যই সালফেট-মুক্ত শ্যাম্পু।
- এরপর কন্ডিশনারও ব্যবহার করতে হবে। চুলের মধ্যিখান থেকে ডগা পর্যন্ত ভাল করে কন্ডিশনার লাগিয়ে রাখুন। ২-৩ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে নিন। কন্ডিশনার চুলের ময়েশ্চার ধরে রাখে। শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যেও চুলকে নরম ও কোমল রাখে।
- অ্যালোভেরা জেল অতিরিক্ত সিবাম ক্ষরণ বন্ধ করে, খুশকি দূর করে ও সিবাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যালোভেরা জেল চুলে ম্যাসাজ করুন এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলার আগে এটি ১৫-৩০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন।
- এই সময় যাদের খুশকি হয় বেশি তাঁরা শ্যাম্পু করার পরে নারকেলের জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন সপ্তাহে দুদিন। এটি খুশকি কমাবে এবং চুলকানি বা সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করবে। চুল শুষ্ক থাকলে সেই শুষ্কতা দূর করতে সাহায্য করবে।

হেয়ার প্যাক

অনেকেরই ঋতু পরিবর্তনে চুল পড়ে। এক্ষেত্রে নারকেল তেল, পেঁয়াজের রস এবং ক্যাস্টর অয়েলের মিশ্রণ মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন, যা নতুন চুল গজাতে সাহায্য করবে, চুল পড়া বন্ধ করবে এবং শীতে চুল থাকবে নরম উজ্জ্বল।

হাইড্রেটিং হেয়ার মাস্ক
পাকা কলা দুটো, নারকেল তেল এক বড় চামচ, মধু এক চা চামচ এবং ভিনিগার এক চা চামচ মিশিয়ে প্যাক করে চুলে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট রেখে তুলে ধুয়ে শ্যাম্পু করে নিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

22 November, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২২ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

শীতের রোগের ঘরোয়া সমাধান

শীতের শুরুতে আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে জ্বর-সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, মাথাব্যথা, কানব্যথা— এগুলো খুবই ভোগায়। পরিবারের ছোট-ছোট শিশু থাকলে তো কথাই নেই! লেগেই থাকে নানান অসুখবিসুখ। সব সময় ডাক্তার-বদ্যির কাছে না ছুটে, ঠাকুমা-দিদিমার সেই পুরাতনী চমৎকার ঘরোয়া সমাধান। লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক**

শীতের শুরুতে ঘরে কিছু না থাক মধু, দারচিনি, তুলসী পাতা, আখের গুড় সবসময় মজুত রাখেন নিভাননী। নিভাননীর কাছে ঘর সংসারই সব। কবে কোন ছোটবেলায় এ সংসারে এসেছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয় সংসারের কোনও কাজে ত্রুটি থাকলে তাঁর হেরে যাওয়া। সন্তান-সন্ততি নাতি-নাতনি, স্বামীর দেখভালেই দিন কাটাতে ভাল লাগে পেখম আর পোখরাজের ঠাম্মার। শীত আসতেই চিন্তার শেষ নেই তাঁর। কারণ প্রতিবছর নিয়ম করে শীত আসে। আর শীতের সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে আসে নানান অসুখবিসুখ।

কার্তিক পেরিয়ে অঘ্রান পড়তে না পড়তেই শীত নিয়ে সকলের যেন ভালবাসা আর আহ্লাদীপনার শেষ নেই। সবাই ভুলে যায় যে, আবহাওয়া পরিবর্তনের আনন্দের সঙ্গে নিয়ে আসে মাথাব্যথা, গাব্যাথা, সর্দি, কোমরে ব্যথা, জ্বর, গলাব্যথা, নাক-চোখ দিয়ে অকারণে জল পড়া, কাশি, গলা-খুসখুস, শ্বাসকষ্ট আরও কত কী।

তাই শীত পড়ার আগেই নিভাননী এই সমস্ত অসুখের ঘরোয়া টোটকার উপাচারগুলো জোগাড় করে রাখেন তিনি হাতের কাছে।

স্কুল কলেজ ফেরত নাতি-নাতনি, অফিস ফেরত ছেলে অথবা বাজার ফেরত কর্তামশাইয়ের ঘন ঘন নাক টানা অথবা খুকখুকে কাশি, খাবারে অরুচি দেখলেই ঠিক ধরে নেন নিভাননী এগুলো হচ্ছে শীত শুরুর উপসর্গ। তৈরি থাকেন তিনি। কারণ তাঁর কাছে আছে এ-রোগের মহৌষধ।

নিভাননীর যত্নে বাগানে বেড়ে ওঠা বাসক, তুলসী আর টাটকা শিউলি পাতার রস করে তাতে মধু মিশিয়ে সকাল-সন্ধে পরিবারের সদস্যদের মুখের সামনে দেন তিনি।

সপ্তাহখানেক নিয়মিত খেলে সর্দি-কাশি তো হাপিশ হবেই সঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইতে আর কোনও অসুবিধা থাকে না।

কখনও কখনও কাবাবচিনি আর লেবু মাখানো শুকনো আদাও সংগ্রহে রাখেন। একটা দুটো করে মুখে রাখলে গলা খুসখুস উধাও। এখনকার মতো কথায় কথায় ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছোটা সেকালে নিয়ম ছিল না। ঘরের মেয়ে বউরাই ঘরোয়া টোটকায় এই সব সমস্যা সমাধানে বাজিমাত করতেন। নিভাননী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'।

ক-দিন ধরেই দেখছেন নাতনি পেখমের জ্বর-জ্বর ভাব, গলাব্যথা, ঢোঁক গিলতে কষ্ট, মাথাব্যাথা। আজ স্কুল থেকে ফিরতেই হলুদ দেওয়া গরম দুধের গ্লাস ধরলেন নাতনির মুখের সামনে। ক'দিন সকাল-সন্ধ্যা গরম দুধে হলুদ খেয়ে নাতনির শরীর যখন ঠিক হল তখন একদিন স্কুল থেকে ফিরে ঠাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে পেখম বলল, ঠাম্মা তোমার এই ঘরোয়া টোটকাগুলো আমি লিখে ফেলি। তুমি মুখে মুখে আমায় বলে দাও তো...

ঠাকুমার টোটকা

- বাসক পাতা, শিউলি পাতা, তুলসী পাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে, একসঙ্গে রস করে মধু দিয়ে উষ্ণ অবস্থায় খেলে সর্দি-কাশি কমে।
- আদা আর নুন রোদে ভাল করে শুকিয়ে কৌটো ভরে রেখে দেওয়া। ঘনঘন কাশি হলে সে সময় মুখে রাখলে গলায় খুব আরাম পাওয়া যায়। আর খুসখুসে কাশি উধাও হয় নিমেষেই।
- রসুন মেথি আর কালোজিরে শুকনো খোলায় ভাল করে নেড়ে, সেটা একটা পুঁটুলিতে রেখে বাচ্চাদের নাক বন্ধ হলে বালিশের পাশে রাখলে বন্ধ নাক খুলে যায় এবং বাচ্চারা সর্দির থেকে আরাম পায়।
- লবঙ্গ গোলমরিচ তুলসী পাতা মধু দারুচিনি আর আদা দু-কাপ জলে এগুলো প্রায় ১০-১৫ মিনিট ধরে ভাল করে ফোটাতে হবে। জলটা কমে যখন এক কাপমতো হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে মধু দিয়ে ছেঁকে নিয়ে উষ্ণ অবস্থায় খেতে হবে। গলাব্যথা সর্দি-কাশি সবেতে এটা খুব উপকারে দেয়।
- সর্দিতে যখন একেবারে নাক বন্ধ, শ্বাস নিতেও হালকা কষ্ট তখন মধু আর আদার পেস্ট এক চামচ করে দিনে অন্তত তিনবার খেলে বিশেষ করে ঘুমানোর আগে খুব আরাম পাওয়া যায়। তবে আদা-মধুর পেস্ট খাওয়ার পরপরই জল খাওয়া একেবারেই চলবে না।
- একটা পাত্রে জল ফুটিয়ে তাতে চা পাতা তুলসী পাতা দারচিনি শুকনো আদার গুঁড়ো দিয়ে ফোটাতে হবে। এবং শেষে মধু দিতে হবে। এবং এই মশলা চা-গরম অবস্থায় খেলে কান বন্ধ, নাক বন্ধ, গলা জ্বালা এসব কমে।
- বুকে সর্দি বসলে বা কফ জমলে ঘিয়ের সঙ্গে রসুন গরম করে সেটা দিয়ে গরম ভাত খেলে এই সমস্যায় কিন্তু দারুণ উপকার পাওয়া যায়।

তাহলে পেখমরানি দেখলি তো আমার এইসব ঘরোয়া টোটকাগুলো কিন্তু রোজকার রান্নাঘর থেকেই নেওয়া। আর গরম দুধে হলুদ খেয়ে গলায় আরাম মিলল কিনা? এক গাল হেসে ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরল পেখম। আর মনে মনে বলল সত্যিই ঠাম্মা কত কিছু জানে!

শীতের শুরুতে আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা ভার। কখনও বেশ শীত কখনও-বা গরম। মনে হচ্ছে পাখা চালালে বেশ আরাম হবে। আবার পাখা চালালে গা হাত-পা শিরশির করছে। এইরকম আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার ফলে সারাদিন ধরেই সর্দি-কাশির উৎপাত। এ-সবের জন্য রয়েছে আয়ুর্বেদের ঘরোয়া সমাধান।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
22 November, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের রোগের ঘরোয়া সমাধান

(১৯ পাতার পর)

আয়ুর্বেদের টোটকা

■ শীতের শুরু মানে হঠাৎ সর্দিগরমি, প্রচণ্ড গলাব্যথা। যেন কাঁটার মতো বেঁধে। কিছুই খাওয়া যায় না এমনকী সাধারণ তাপমাত্রার জলও না। এক্ষেত্রে নুন, হলুদ, ত্রিফলা গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশিয়ে বারবার গার্গেল করলে গলাব্যথা অনেকটাই কমবে এটার আরেকটি উপকারও আছে কণ্ঠস্বরও কর্কশ হয় না।

■ গলাব্যথার জন্য খুবই উপকারী শুকনো আদা। আদা শুকনো কুচি মুখের মধ্যে রেখে দিলে হাঁচির সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। এতে যে শুধু কাশির সমস্যাই কমে তা নয়, মা জেঠিমা-কাকিমাদের মতে এই টোটকাতে বাড়ে হজম শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

■ তবে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে শুকনো আদা জলের সঙ্গে ফুটিয়ে বারবার করে খাওয়ালে তাতে রোগ নিরাময় হয়।

■ তুলসী পাতার তো গুণের শেষ নেই। তুলসী পাতা নানাভাবে খাওয়া যায়। সকাল-সন্ধে মধু দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যায়, তুলসী পাতা জলে ফুটিয়েও সেই জল খাওয়া যায়। তারপর আবার নাক বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িতেই গরম জলের ভাপ নেওয়া যায়।

■ গরম জলে তুলসী পাতা, পাঁচটা-ছটা ফেলে দিয়ে সেই ভাপ নিলে সেটা খুব উপকারী। ঠান্ডা লেগে কান-মাথা আটকে গেলে সেই ক্ষেত্রে এটা খুব উপকারী।

ছোট শিশুদের জন্য জায়ফল

■ শীতের শুরুতে বাচ্চারা ভুগলে বড়দের মাথার ঠিক থাকে না। কাশি হলে চলতেই থাকে। মা তখন সমস্যায় পড়ে যান। বুঝতে পারেন না যে কী ওষুধ দেবেন।

■ ছোটদের কাশির সিরাপ দেওয়া ভাল নয়। বদলে দিতে পারেন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন জায়ফল। এর উপকারিতা অসীম। খাবারের স্বাদ-গন্ধ বাড়ানোর পাশাপাশি জায়ফল শরীরের জন্য খুবই উপকারী। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়লে সর্দি-কাশির সংক্রমণের বা অন্যান্য অসুখের ঝুঁকি বেড়ে যায় এমন পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের এক চিমটি জায়ফল গুঁড়ো দিলে তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পায়। শীতের মরশুমে সর্দি-কাশি হলে সর্ষের তেলে জায়ফলের গুঁড়ো মিশিয়ে গরম করে বাচ্চাদের বুকে মালিশ করলে সর্দি-কাশি থেকে আরাম পায় শিশুরা। জায়ফলের তেলে উপস্থিত অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি বৈশিষ্ট্যও উপকারী।

■ অনেক সময় শিশুরা প্রায়ই পেটব্যাথা বা গ্যাসের সমস্যায় ভোগে। মধুতে এক চিমটি জায়ফলের গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ালে পেটের ব্যথা ও গ্যাসের সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

■ এছাড়া শিশুর ঠান্ডা লাগলে বুকে সর্দি জমলে জায়ফল গুঁড়ো একটু তাওয়ায় গরম করে নিয়ে বুকে ঘষলে, পায়ের তলায় দিলেও সর্দি নিরাময় হয়।

■ দুধে মিশিয়ে জায়ফল শিশুকে খাওয়ালে এই সময় যে হজমের গোলমাল তার উপশম হয়। এই সময় খাবারে অরুচি হলে জায়ফল-মেশানো দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। এতে খিদে বাড়বে। তবে জায়ফল কোনও শিশুকে দেবার আগে শিশুটির এতে এলার্জি আছে কি না দেখে নিন। এলার্জি থাকলে ভুল করেও শিশুকে দেওয়া যাবে না।

ঋতু বদলের অসুখের প্রতিরোধ

ঋতুর পরিবর্তনের সময় পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে দেহের ভিতরে বিভিন্ন ক্রিয়া চলতে থাকে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। বাতাসে তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতাও কমে যায়। যা আমাদের শ্বাসনালির স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে ফলে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া সহজ হয়। এই সময়টাতে নানা ধরনের অসুখবিসুখ মানুষকে বেকায়দায় ফেলে দেয়।

তাই ঋতু পরিবর্তন এবং শীতকালীন অসুখবিসুখ প্রতিরোধে করণীয় হল যারা শীতকালে সর্দি-কাশি-ঠান্ডা-সহ বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত হন তাঁরা শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন উষ্ণ গরম জল, চা বা কফি পানীয় হিসাবে গ্রহণ করে দিনটা শুরু করুন।

■ আদা-লবঙ্গ-তুলসী পাতা মিশিয়ে হার্বাল চা খুবই কার্যকর এই সময়ে। এতে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ঠান্ডা কম লাগবে এবং বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

■ যাদের এ-সময় নিয়মিত গলাব্যথা হয় তাদের জন্য উষ্ণ গরম জল পান করাই ভাল এবং হালকা গরম জলে নুন দিয়ে কুলকুচি করা উচিত। প্রয়োজনে গলায় গরম কাপড় জড়িয়ে রাখতে হবে।

■ এছাড়া ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ মরশুমি ফল, শাকসবজি ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। কারণ ভিটামিন সি ঠান্ডা লাগার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।

■ সর্দি-জ্বরে অনেক সময় রুচি কমে যায় খাবারে তখন আনারস, বাতাবি লেবু, আমলকী, আমড়া, কমলালেবু খেলে মুখে রুচি ফেরে।

■ ঠান্ডা লাগলে গলায়, বুকে, পিঠে রসুন দিয়ে ফোটানো সর্ষের তেল হালকা ভাবে মালিশ করলে এবং গরম সেঁক দিলে উপকার পাওয়া যাবে। সর্ষের তেল,রসুন শরীরকে গরম রাখে, যা ঠান্ডা লাগার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

■ নাক বন্ধ মনে হলে নাক দিয়ে গরম জলের ভাপ নিলে আরাম হয়। উপকার বেশি পেতে হলে গরম জলে কিছু ফিটকিরি বা মেন্থলের টুকরো দিয়ে ভাপ নিলে বন্ধ হওয়া নাক সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

■ এইসময় জল এমনিতেই খুব কম খাওয়া হয়, ফলে শরীরে জলের স্বল্পতা দেখা যায়। এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও তরল খাবার খেতে হবে।

■ এই সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বেশি প্রয়োজন কারণ ধুলোবালি ও রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা দেয়। ফলে অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

■ কিছু কিছু সময় শীতের তীব্রতায় হাতের আঙুল নীল হয়ে যায়, আঙুল ফুলে যায় এবং খুব ব্যথা হয় যাঁদের তাঁরা অবশ্যই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করবেন। যেন কোনওভাবেই ঠান্ডা না লাগে। গরম সেঁক দেওয়া ও হালকা আঙুলের ব্যায়াম এক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

আমাদের এই শহরে নিভাননী, হেমনলিনী, প্রভাময়ী, রাঙা ঠাম্মা, ফুল দিম্মা, কনে মা, বড়মার মতো মানুষেরা থাকেন। শীতের শুরুতে একবার তাঁদের সাথে কথা বলে জেনে নিন শীতের অসুখ-বিসুখের মোকাবিলা করার হাল-হকিকত। ব্যাস তা হলেই কেল্লাফতে! জমিয়ে শীত উপভোগ করতে আপনি এক্কেবারে রেডি অ্যান্ড স্টেডি।